সহীহ হাদীছ ও ইজমার আলোকে

# তারাবীর নামায বিশ রাকআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা

{ আট রাকআত হাদীছ ও ইজমা বিরোধী এবং বিদআত। }

## নামাযে 'আমীন' চুপে চুপে বলা মুস্তাহাব

হাকীমুল ওলামা
আল্লামা মুফতী ছাঈদ আহমদ দা.বা.

প্রকাশনায়
হাকীমুল ওলামা ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

# তারাবীর নামায বিশ রাক্'আত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা

(আট রাক'আত হাদীছবিরোধী, ইজমাবিরোধী ও বিদ'আত)

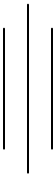

# 'আমীন'

## চুপে চুপে বলা উত্তম ও মুস্তাহাব

হাকীমুল ওলামা
আল্লামা মুফতী ছাঈদ আহমদ দা.বা.

প্রকাশনায়
হাকীমুল ওলামা ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

# তারাবীর নামায বিশ রাক্'আত
# সুন্নাতে মুয়াক্কাদা

(আট রাক'আত হাদীছবিরোধী, ইজমাবিরোধী ও বিদ'আত)

## 'আমীন' চুপে চুপে বলা উত্তম ও মুস্তাহাব

রচনায়
হাকীমুল ওলামা, পীরে কামেল
আল্লামা মুফতী ছাঈদ আহমদ দা.বা.
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও শাইখুল হাদীছ
জামি'আ ইসলামিয়া সোলতানিয়া লালপোল,
ফেনী, বাংলাদেশ।

প্রকাশকাল
শা'বান ১৪৩৫ হি., জুন ২০১৪ ঈসায়ী

**ওয়েব সাইট**
http: // ahnaafbd.wordpress.com

মূল্য : ৪০ টাকা মাত্র

প্রকাশনায়
হাকীমুল ওলামা ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রধান কার্যালয়
জামি'আ ইসলামিয়া সোলতানিয়া লালপোল,
ফেনী, বাংলাদেশ।

# ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى اله وأصحابه أجمعين أما بعد

বর্তমান বিশ্বের মুসলমান জাতির উপর বিজাতীদের জুলম ও অত্যাচার; নাস্তিক ও কাদিয়ানীদের ফিৎনার সয়লাব এবং শিক্ষা ও সেবা ইত্যাদির নামে খৃস্টান মিশনারীরা সূকৌশলে সরলমনা ও অজ্ঞ মুসলমানদেরকে খৃস্টান বানানোর ফিৎনা এটম বোমার ন্যায় বিস্ফুরোন্মুখ অবস্থা। তেমনিভাবে আপনদের ফিৎনা যেমন, তথাকথিত আহলে হাদীছ ও গাইরে মুকাল্লিদদের ফিৎনা মহামারী আকার ধারণ করেছে। তাদের কেউ কেউ বলে এক ইমামের অনুকরণ (তাকলীদ) করা তথা মাযহাব মানা শিরক; কেউ কেউ বলে বিদ'আত ও হারাম ইত্যাদি ইত্যাদি । তাদের এই ধরণের বিভ্রান্তিকর অবাস্তব মন্তব্যসমূহের জবাবে আল্লাহ পাকের তাওফীক অনুযায়ী 'মাযহাব মানা ওয়াজিব কেন?' নামক বইটি এ অধমের কলমে ও প্রচেষ্টায় লিখা হয়েছে। যাতে কুরআন-হাদীছ ও ইজমা-কিয়াস দ্বারা বিস্তারিত আলোচনা এবং গাইরে মুকাল্লিদ ভাইদের অনেক প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তা পড়লে ইনশাআল্লাহ পক্ষ-বিপক্ষ সবার জন্য ফায়দা হবে।

ইদানিং আরো একটি ফিৎনা কোন কোন মাসজিদে বিশেষকরে শহর এলাকার অনেক মাসজিদে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। তা হলো, তারাবীর নামায আট রাকআতের পর ইমাম সাহেবের সালামের সাথে সাথে কিছু লোক ত্বরিতগতিতে মাসজিদ থেকে বের হয়ে যায়, যেন কেউ তাদেরকে তাড়াচ্ছে। যার কারণে অবশিষ্ট মুছল্লীদের উপর একটি বদক্রিয়া পড়ে যায়। অথচ সহীহ হাদীছসমূহ, খোলাফায়ে রাশেদীন ও আছহাবে কেরাম, তাবেঈন ও তবেতাবেঈন তথা ইসলামের প্রথম তিন স্বর্ণযুগের ঐক্যবদ্ধ আমল মতে, সাথে সাথে চার মাযহাবের ইমামগণের ঐক্যবদ্ধ রায় মতে তারাবীর নামায বিশ রাকআত সুন্নতে মুয়াক্কাদা ও আট রাক'আত বিদ'আত। কারণ, তা ছহীহ হাদীছ ও ইজমাবিরোধী। এই পুস্তিকায় তা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

বর্তমানে আরেকটি ফিৎনা প্রকাশ পাচ্ছে। তা হলো, ইমাম সাহেব সূরায়ে ফাতিহা পড়ার পর দু-চারজন লোক উচৈঃস্বরে 'আমীন' বলে থাকে। অথচ 'আমীন' চুপে চুপে বলা এবং আওয়াজ করে বলা উভয়টা জায়েয। তবে কুরআন মাজীদের আয়াতে কারীমা ও ছহীহ হাদীছের আলোকে চুপে চুপে বলা উত্তম। তাই ইমাম আযম আবু হানীফা রহ. ও ইমাম মালেক রহ. এটাই গ্রহণ করেছেন। আমাদের দেশের মুসলমানগণ হলেন হাজারে নয়শত পঁচানব্বই ভাগ বরং অধিকাংশ এলাকাতে শতে শতভাগ হানাফী মাযহাবের অনুসারী। তাই তারা চুপে চুপে 'আমীন' বলে

আসছেন। আর তা উত্তমও বটে। এখন হঠাৎ করে যে বা যারা উচ্চৈঃস্বরে 'আমীন' বলে এদেশে নতুন সিস্টেম আরম্ভ করতে চায় তারা তা করছেন বুঝের অভাবে। কিন্তু তাদের উক্ত আমল একটা ফিৎনা। তাই মুসলমান ভাইগণ তাদের অনুকরণ করবেন না। তারাবীর আলোচনার পর এই বইতে আমীনের ব্যাপারেও কুরআন ও সহীহ হাদীছসমূহের আলোকে জরুরী আলোচনা করা হয়েছে। যদি পাঠকবৃন্দ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বুঝার নিয়্যতে বইটি পাঠ করেন তাহলে আল্লাহর রহমতে উত্তম আমল কোনটি তা বুঝে আসবে। সাউদী আরব ও ইমারতের অধিকাংশ মানুষ শাফেঈ কিংবা হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী। তাই তারা সূরা ফাতেহার পর আমীন উচ্চৈঃস্বরে বলেন। কারণ, তাদের ইমামদ্বয় তথা ইমাম শাফেঈ রহ. ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. এর মতে আমীন আওয়াজ করে বলা উত্তম ও মুস্তাহাব। আমাদের দেশের হানফী মাযহাবের অনেক সাধারণ মুসলমান ভাইরা ঐ সবদেশে চাকুরী ইত্যাদির জন্য গিয়ে থাকেন এবং নামাযের জন্য মাসজিদে গিয়ে দেখেন ঐসব দেশের মুসলমানরা উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলছেন। তাদের তালে তাল মিলিয়ে আমাদের দেশের ঐসব চাকুরীরত মুসলমানরাও উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলতে আরম্ভ করে। শুধু তাই নয় তাদের কেউ কেউ এ ধারণাও পোষণ করে থাকেন যে, আমাদের দেশের আলেমগণ মাসআলা বুঝেন না। আবার দেশে এসে আমীন উচ্চৈঃস্বরে বলা আরম্ভ করেন এবং অন্যদের মধ্যেও তা প্রচলন করার হীন চেষ্টা করেন। অথচ সে হানাফী মাযহাবের অনুসারী মুসলমান। হানাফী মাযহাব মতে চুপে চুপে আমীন বলা উত্তম । আর কুরআন-হাদীছের আলোকে তাই হল উত্তম। নিজের মাযহাবের ব্যাপারে অবগত না থাকার কারণে এবং প্রকৃত মাসআলা না জানার কারণে তারা উত্তম পন্থা ছেড়ে অন্য মাযহাবের অনুকরণ করে থাকেন।

বইটিতে কোনো ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে অবহিত করলে ইনশাআল্লাহ আগামী সংস্করণে সংশোধন করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন এবং ফিৎনা-ফাসাদ থেকে হেফাজত করুন। আরো দু'আ করছি, আল্লাহ তা'আলা যেন এই কিতাবটিকে আমার নাজাতের উসিলা বানান এবং যারা কিতাবটি লিখায় ও ছাপানোর কাজে সহযোগিতা করেছে বিশেষকরে আযীযে মুহতারাম মাওলানা মুফতী সালমান সাহেব, মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব সহ সাবাইকে আল্লাহ তা'আলা উভয়জাহানে উত্তম জাযা দান করুন। আমীন!

আরযগুযার
মোহতাজে দু'আ
ছাঈদ আহমদ
১৩-০৮-১৪৩৫ হি

# সূচিপত্র

## প্রথম অধ্যায়


| | |
|---|---|
| ভূমিকা | ৩ |
| সহীহ হাদীছ দ্বারা তারাবীর নামায বিশ রাক'আতের প্রমাণ | ৭ |
| মুরসাল হাদীছের ব্যাপারে অভিযোগ | ৯ |
| অভিযোগটির উত্তরসমূহ | ৯ |
| সহীহ হাদীছের আলোকে খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুকরণ করা অপরিহার্য | ১১ |
| ইজমায়ী আমলের বিরোধিতার শাস্তি | ১১ |
| বিশ রাক'আত তারাবী সম্পর্কিত আরেকটি সুস্পষ্ট মারফু হাদীছ | ১২ |
| হাদীছটির সনদের ব্যাপারে পার্যালোচনা | ১২ |
| কোন্ প্রকারের যয়ীফ হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়? | ১৩ |
| হাদীছটি গ্রহণযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও মতের খেলাফ হওয়ার কারণে বিরোধিতা | ১৪ |
| গাইরে মুকাল্লিদদের প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ | ১৫ |
| বিশ রাক'আত তারাবীবিষয়ক ইমাম আতা ইবনে আবী রাবাহ রহ.এর বক্তব্য | ১৫ |
| আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যা রহ এর বক্তব্য | ১৫ |
| বিশ রাক'আত তারাবীর উপর চার মাযহাবের ইমামগণের ইজমা | ১৫ |
| সহীহ হাদীছের আলোকে প্রথম তিনস্বর্ণযুগের ইজমাঈ আমল কিয়ামত পর্যন্ত আগত উম্মতের জন্য দলীল | ১৬ |
| তারাবীহ ৮ রাক'আত হওয়ার ব্যাপারে গাইরে মুকাল্লিদদের দলীলসমূহ ও তার খণ্ডন | ১৭ |
| তারাবী ও তাহাজ্জুদের নামায এক হওয়ার দাবী সহীহ হাদীছ বিরোধী | ১৮ |
| তারাবী ও তাহাজ্জুদ এক নয় তার আরো প্রমাণাদি | ২০ |
| হযরত আয়শা রা. প্রতিবাদ করলেন না কেন? | ২২ |
| তারাবীর নামায ৮ রাক'আত হলে তারাবীর নাম পাল্টাতে হবে | ২২ |
| গাইরে মুকাল্লিদদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলীল | ২২ |
| গাইরে মুকাল্লিদদের চতুর্থ দলীল | ২৪ |
| নাসির উদ্দিন আলবানীর পরিচয় | ২৪ |
| রাসূল সা.এর শানে বেয়াদবীর কারণে মদীনা ভার্সিটি থেকে বহিষ্কার | ২৫ |
| আলবানী সাহেব ইমাম বুখারী রহ. কে বেঈমান বলতে দ্বিধাবোধ করেননি | ২৫ |
| শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. সম্পর্কে অনধিকার চর্চা | ২৬ |

| | |
|---|---|
| আলাবানী সাহেবের ব্যাপারে গাইরে মুকাল্লিদ ভাইদের বিবেকের নিকট প্রশ্ন | ২৬ |
| তার মতে মাযহাবালম্বীগণ দীনে মুহাম্মদী থেকে খারিজ!!! | ২৭ |
| আরো বিভিন্ন মহামুনীষী সম্পর্কে তার মন্তব্য | ২৮ |
| চতুর্থ দলীলের জবাব | ২৮ |
| ইয়াযিদ বিন খোসাইফার হালত (অবস্থা) | ২৯ |
| হারেছ বিন আব্দুর রহমান বিন আবী যুবাব এর হালত (অবস্থা) | ৩০ |
| মুহাম্মদ বিন ইউসুফের হালত (অবস্থা) | ৩০ |
| হাদীছের রেওয়ায়তকারীদের ব্যাপারে মুহাদ্দিছীনে কিরামের কিছু পরিভাষা | ৩১ |
| বিশ রাক'আত তারাবীর রেওয়ায়ত প্রাধান্য পাওয়ার একটি শক্তিশালী কারণ | ৩৭ |
| ২০ রাক'আতের রেওয়ায়ত প্রাধান্য পাওয়ার আরো একটি কারণ | ৩৭ |
| ২০ রাক'আতের রেওয়ায়ত প্রাধান্য পাওয়ার আরো একটি কারণ | ৩৮ |
| **দ্বিতীয় অধ্যায়** | |
| আমীনবিষয়ক মাসাআলা | ৪১ |
| আমীন চুপে চুপে ও আওয়ায করে বলার হাদীছ | ৪২ |
| ইমাম তিরমিযী রহ. কর্তৃক হযরত শোবা রহ.এর সনদের উপর আরোপিত অভিযোগসমূহ | ৪৩ |
| ইমাম তিরমিযী রহ.এর অভিযোগসমূহের উত্তর | ৪৪ |
| আমীন চুপে চুপে বলার দ্বিতীয় দলীল | ৪৭ |
| আমীন চুপে চুপে বলার তৃতীয় দলীল | ৪৭ |
| হাদীছটির উত্তর ও প্রতিউত্তর | ৪৮ |
| ইমাম বোখারী রহ. আমীন আওয়াজ করে বলার কোনো মারফু হাদীছ পেশ করতে পারেননি | ৪৯ |
| ছাহাবাদের মধ্যকার মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়ে খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলই অগ্রাধিকারযোগ্য | ৪৯ |
| উপর্যুক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ | ৫০ |
| আওয়াজ করে আমীন বলার হাদীছগুলোর ব্যাখ্যা | ৫১ |
| উপর্যুক্ত ব্যাখ্যার সমর্থনে আরেকটি দলীল | ৫২ |
| 'আমীন' বড় আওয়াজে বলার জন্য বাড়াবাড়ি শরী'আতের সীমালঙ্ঘন | ৫২ |
| বর্তমানে আমীন তিনপ্রকার | ৫৪ |
| **হাকীমুল ওলামা ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর পরিচিতি** | ৫৫ |

# প্রথম অধ্যায়

## সহীহ হাদীছ দ্বারা তারাবীর নামায বিশ রাক'আতের প্রমাণ

১. বুখারী শরীফ ১ম খণ্ড ২৬৯ নং পৃষ্ঠাতে আছে, রমযান শরীফের কোন এক রাতে উমর রা. মসজিদে নববীতে তাশরীফ নিয়ে যান। অতঃপর দেখেন মসজিদে কোন কোন মানুষ একা একা তারাবীর নামায আদায় করছেন। আবার বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট জামাত হচ্ছে। তিনি চিন্তা করলেন, সকল নামাযীকে এক ইমামের পিছনে একত্র করে দেয়া উচিত। তখন তিনি সকল মুসল্লিকে উবাই ইবনে কা'ব রা. এর পিছনে নামায পড়তে হুকুম দেন। হাদীছের রাবী (বর্ণনাকারী) আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল বারী রহ. বলেন, আমি উমর রা. এর সাথে অন্য একরাতে মসজিদে গিয়ে দেখলাম সমস্ত মুছল্লি উল্লেখিত ইমামের পিছনে (জামা'আতের সাথে তারাবীর) নামায পড়ছেন।

২. আস সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী ২য় খণ্ড ৪৯৬ নং পৃষ্ঠাতে আছে, সাহাবী হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা. বলেছেন, তারা (সাহাবা ও তাবেঈগণ) উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর যুগে রমযান মাসে (তারাবীর নামায) বিশ রাক'আত জামা'আতের সাথে পড়তেন। তিনি আরো বলেছেন, তাঁরা শতাধিক আয়াতবিশিষ্ট সূরাসমূহ পড়তেন এবং উছমান ইবনে আফফান রা. এর যুগে দীর্ঘ নামাযের কারণে তাঁদের কেউ কেউ লাঠির উপর ভর দিয়ে দাড়াতেন।

৩. আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী ১/২৬৭-২৬৮, মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার লিল বায়হাকী ২/৩০৫ তে সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রা. থেকে এরূপ আরেকটি বর্ণনা নকল করা হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আমরা উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর যুগে (তারাবীর নামায) বিশ রাক'আত পড়তাম। অতঃপর বিতির পড়তাম। উক্ত রেওয়ায়তের সনদ সহীহ্। হাদীছ ও ফিকহের অনেক ইমাম এ রেওয়ায়ত দ্বারা দলিল পেশ করেছেন এবং একাধিক হাফেযে হাদীছ সুস্পষ্টভাবে তা সহীহ বলেছেন। যেমন ইমাম নববী, আল্লামা তকী উদ্দীন সুবকী, ইমাম ওলি উদ্দীন ইরাকী, বদরুদ্দীন আইনী, জালাল উদ্দীন সুয়ূতী প্রমুখ। দেখুন আল মাজমূ'উ শারহুল মুহাযযাব ৩/৫২৭, নছবুর রায়াহ ২/১৪৫, উমদাতুল কারী শারহু

সহীহিল বুখারী ৭/১৭৮, ইরশাদুস সারি শারহু সহীহিল বুখারী ৪/৫৭৮, আল মাসাবীহ ফী ছালাতিত তারাবীহ, আলহাভী ইত্যাদি।

যেহেতু হাদীছ ও ফিকহের ইমামগণ ও হাফেযে হাদীসগণ উক্ত রেওয়ায়তকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং সুস্পষ্টভাবে তা সহীহ বলেছেন। সুতরাং ১৩ শত হিজরীর পর কোন গাইরে মুকাল্লিদ মেজাজের মুহাদ্দিছ বা আলেম উক্ত রেওয়ায়তকে যদি যয়ীফ বলে থাকেন, তা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। তার বিস্তারিত আলোচনা গাইরে মুকাল্লিদদের ৪র্থ দলীলের উত্তরের অধ্যায়ে আসবে।

৪. তাবেয়ী ইয়াযিদ ইবনে রুমান রহ. থেকে মুয়াত্তা মালেক ৪০নং পৃষ্ঠাতে, আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী ১ম খণ্ড ৪৯৬ নং পৃষ্ঠাতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, উমর রা. এর যুগে মানুষ (সাহাবা ও তাবেঈগণ) রমযান মাসে (তারাবীহ ও বিতির) ২৩ রাক'আত পড়তেন।

৫. ইমাম বুখারী রহ. এর প্রিয় উস্তাদ আবু বকর ইবনে আবী শায়বা তাঁর লিখিত মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা নামক হাদীছের কিতাব ৫ম খণ্ড ২২৪ নং পৃষ্ঠাতে তাবেঈ আব্দুল আযীয ইবনে রুফাই রহ. থেকে তাঁর বর্ণনা নকল করেছেন। তিনি বলেন, উবাই ইবনে কা'ব রা. রমযান মাসে মদীনায় (মসজিদে নববীতে) সকলকে নিয়ে বিশ রাক'আত (তারাবীহ) এবং তিন রাক'আত বিতির পড়তেন।

৬. উক্ত মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা কিতাবের ৫ম খণ্ড ২২৩ নং পৃষ্ঠাতে তাবেয়ী ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী রহ. এর বর্ণনা নকল করেন। তিনি বলেন, উমর রা. এক ব্যক্তিকে আদেশ দিয়েছেন তিনি যেন লোকদেরকে নিয়ে বিশ রাক'আত (তারাবীহ) পড়েন।

উপরে উল্লেখিত হাদীছসমূহ থেকে প্রথমটি সহীহ বুখারী শরীফের হাদীছ। উক্ত হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, হযরত উমর রা. উবাই ইবনে কা'ব রা. কে রমযান মাসে তারাবীর নামায জামা'আতের সাথে পড়ার হুকুম দিয়েছেন। তিনি উক্ত হুকুম অনুযায়ী তারাবীর নামায জামা'আতের সাথে পড়াতেন। তবে বুখারী শরীফে কত রাক'আত পড়াতেন তা উল্লেখ করা হয়নি। হ্যাঁ বাইহাকী শরীফ থেকে সাহাবী সায়েব ইবনে ইয়াযীদ রহ. কর্তৃক বর্ণিত সহীহ্ হাদীছে বিশ রাক'আত তারাবীর নামায পড়ার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত দুই সহীহ্ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, উমর রা. এর হুকুমে উবাই ইবনে কা'ব রা. তারাবীর নামায জামা'আতের সাথে পড়ানো আরম্ভ করেন। তদুপরি দ্বিতীয়

সহীহ্ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, উমর রা. এর হুকুমে উবাই ইবনে কা'ব রা. বিশ রাক'আত তারাবীর নামায জামা'আতের সাথে পড়ানো আরম্ভ করেন।

## মুরসাল হাদীছের ব্যাপারে অভিযোগ

উপরি-উক্ত শেষের তিনটি হাদীছ মুরসাল। মুরসাল ঐ হাদীছকে বলা হয়, যে হাদীছের সনদের শেষাংশে তাবেঈর পরের রাবী উল্লেখ করা হয় না। পরের উল্লিখিত তিনটি হাদীছের রাবীগণ তাবেঈ। কিন্তু তাঁরা হযরত উমর রা. ও উবাই ইবনে কা'ব রা. কে স্বচক্ষে দেখেননি। অন্য তাবেঈগণের মাধ্যমে উমর রা. এর তারাবীর ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

গাইয়ে মুকাল্লিদ ভাইদের অভিযোগ হল, মুরসাল হাদীছ যয়ীফ (দুর্বল)। তাই যয়ীফ হাদীছ দ্বারা ২০ রাক'আত তারাবীর ব্যাপারে দলীল দেয়া ঠিক হয়নি।

## অভিযোগটির উত্তরসমূহ

১. সমস্ত হাদীছ বিশারদ এবং সমস্ত মুজতাহিদ ও ফকীহগণের ঐকমত্যে তাবেঈগণের মুরসাল হাদীছ দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

২. ইলমে হাদীছের উসূল (মূলনীতি) অনুযায়ী এক বিষয়ে যদি একাধিক মুরসাল হাদীছ থাকে তাহলে ঐগুলো দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

৩. মুরসাল রেওয়ায়তের সমর্থনে যদি উম্মতের অবিচ্ছিন্ন সম্মিলিত কর্মধারা বিদ্যমান থাকে তাহলে তাও প্রমাণ হিসেবে সমস্ত মুহাদ্দিছ ও মুজতাহিদগণের ঐকমত্যে গ্রহণযোগ্য।

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যা রহ. আল ফাতাওয়াল কুবরা ৪র্থ খণ্ড ১৭৯ নং পৃষ্ঠাতে লিখেছেন ঃ

المرسل الذى له ما يوافقه أو الذى عمل به السلف حجة باتفاق الفقهاء

অর্থাৎ যে মুরসালের অনুকূলে অন্য রেওয়ায়ত পাওয়া যায় অথবা সলফ তথা পূর্বসূরীগণ যে মুরসাল রেওয়ায়ত মতে আমল করেছেন, সমস্ত ফকীহগণের ঐকমত্যে তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

৪. ইমাম বুখারী রহ. তাবেঈগণের অনেক মুরসাল হাদীছ সহীহ্ বুখারীতে রেওয়ায়ত করেছেন । যেমন:

عن عروة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذى ينامان عليه – كتاب الصلوة باب الصلوةعلى الفراش. ص– ٥٦

উক্ত হাদীছের রাবী তাবেঈ হযরত ওরওয়াহ রহ. এবং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের মাঝের রাবী উল্লেখ করা হয় নি। আর অভিযোগকারীদের মতেও বুখারী শরীফের হাদীছ সহীহ।

সুতরাং উল্লেখিত সহীহ রেওয়ায়তসমূহ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে সাব্যস্ত হয় যে, উমর রা. এর হুকুমে তাঁর যুগে মসজিদে নববীতে জামা'আতের সাথে ২০ রাক'আত তারাবীহ ও তিন রাক'আত বিতির পড়া হতো। এই ব্যাপারে হযরত উসমান রা. ও হযরত আলী রা. বা অন্য কোন সাহাবীর পক্ষ থেকে কোন ধরণের আপত্তি পাওয়া যায়নি। বরং দ্বিতীয় রেওয়ায়ত দ্বারা হযরত উসমান রা. এর যুগেও এরূপ তারাবীর জামা'আতের কর্মধারা বহাল ছিল বলে প্রমাণিত হয়।

বিখ্যাত তাবেঈ হযরত আবু আব্দুর রহমান আস সুলামী রহ. বলেছেন, হযরত আলী রা. তাঁর যুগে রমযান মাসে ক্বারীগণকে (হাফেযদেরকে) ডাকলেন এবং তাদের একজনকে আদেশ করলেন তিনি যেন মুসল্লিদেরকে নিয়ে ২০ রাক'আত তারাবীর নামায পড়েন। তাঁর হুকুমে ঐ ব্যক্তি সবাইকে নিয়ে ২০ রাক'আত তারাবীর নামায পড়েন। অতঃপর হযরত আলী রা. তাদেরকে নিয়ে বিতিরের নামায পড়েন। (আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী ২য় খণ্ড ৪৪৮-৪৯ পৃষ্ঠা)।

উল্লেখিত রেওয়ায়তটি শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যা রহ. মিনহাজুস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ গ্রন্থে ২/২২৪ পৃষ্ঠায় এবং ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. আল মুনতাকা গ্রন্থে ৫৪২ পৃষ্ঠাতে দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং এর মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, হযরত আলী রা. তারাবীর জামাত ও রাক'আত সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর রা. এর নীতির উপরই ছিলেন।

এই পর্যন্ত যে সমস্ত রেওয়ায়ত নকল করা হল ঐগুলো দ্বারা সুস্পষ্টভাবে সাব্যস্ত হল যে, তিন খলীফা তথা হযরত উমর রা., হযরত উসমান রা. ও হযরত আলী রা. এবং তৎকালীন সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের ঐকমত্যে ২০ রাক'আত তারাবীর নামায পড়তেন এবং তিন রাক'আত বিতির নামায পড়তেন।

## সহীহ হাদীছের আলোকে
## খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুকরণ করা অপরিহার্য

তিরমিযী শরীফ ২য় খণ্ড ৯২নং পৃষ্ঠা, ইবনে মাজাহ ৫ম পৃষ্ঠা, আবু দাউদ ২য় খণ্ড, ২৭৯ নং পৃষ্ঠা, মুসনাদে আহমদ ২য় খণ্ড ২৭ পৃষ্ঠা, মুসনাদে দারমী ২৬ নং পৃষ্ঠা, মুসতাদরাক ১৮নং খণ্ড, ৯৫নং পৃষ্ঠা, মেশকাত শরীফ ১ম খণ্ড ৩০ পৃষ্ঠাতে ইরবাস ইবনে সারিয়া রা. থেকে একটি দীর্ঘ সহীহ হাদীছ বর্ণনা করা হয়েছে। যার শেষ ভাগে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার পরে তোমরা যারা বেঁচে থাকবে অনেক বিরোধপূর্ণ মাসআলা ও বিষয়াদী দেখবে, সেসব ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালার জন্য আমার সুন্নত এবং আমার হেদায়াতকারী ও হেদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাগণের সুন্নতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরবে। (আমার তরীকা এবং আমার খলীফাগণের তরীকা বিরোধী) নবাবিষ্কৃত আমলসমূহ থেকে তোমরা বেঁচে থাকবে। কারণ প্রত্যেক নবাবিষ্কৃত আমল বেদআত এবং প্রত্যেক বেদআত হল গোমরাহী।

উপরের সহীহ্ হাদীছ ও দলীলভিত্তিক আলোচনা দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, বিশ রাক'আত তারাবীহ ও তিন রাক'আত বিতির রমযান মাসে জামা'আতের সাথে আদায় করা খলীফাগণের ও সাহাবায়ে কিরামের ইজমায়ী (ঐক্যবদ্ধ) সুন্নত। তাই সমস্ত মুসলমানদেরকে উপরের হাদীছের মর্মানুযায়ী তাদের অনুকরণ করতে হবে এবং তারাবীহ ২০ রাক'আত ও বিতির ৩ রাক'আত পড়তে হবে। তাঁদের অনুকরণ না করে কম-বেশী করে পড়লে উল্লিখিত হাদীছ অনুযায়ী তা হবে বেদআত ও গোমরাহী। তাই তারাবীহ ৮ রাক'আত পড়া এবং ৮ রাকাতের পদ্ধতি গ্রহণ করা বিদআত ও গোমরাহী।

## ইজমায়ী আমলের বিরোধিতার শাস্তি

আল্লাহপাক কোরআন মাজীদে এরশাদ করেছেন ঃ

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (النساء : ١١٥)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি হেদায়েত তথা হক প্রকাশের পর রাসূলের বিরোধীতা করে এবং ঈমানদারগণের গৃহীত পথের বিপরীত পথ গ্রহণ করে, আমি তাকে ঐদিকে ফেরাব যে দিক সে অবলম্বন করেছে। (অর্থাৎ তার গৃহীত গোমরাহীর

পথে তাকে এগিয়ে নিব এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্তব্যস্থল। ( সূরা নিসা: ১১৫)

উক্ত আয়াত দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা গেল যে, সাহাবায়ে কিরামের ইজমায়ী আমলের বিরোধীপন্থা গ্রহণ করা আল্লাহপাকের অভিশাপের ও জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হয়ে দাড়াবে। তাই ২০ রাক'আত তারাবীহ ও যে কোন ইসলামী আমলের ব্যাপারে মুসলমানদেরকে খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কিরামের ইজমায়ী আমল গ্রহণ করতে হবে এবং তা অনুযায়ী আমল করতে হবে। অন্যথায় তা হবে আল্লাহ পাকের গযব ও নারাজির পথ ও গোমরাহী।

## বিশ রাক'আত তারাবী সম্পর্কিত আরেকটি সুস্পষ্ট মারফু হাদীছ

فى المصنف لابن ابى شيبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى فى رمضان عشرين ركعة والوتر-صفحة- ٢٢٥

অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ. এর মুহতারাম উস্তাদ আবু বকর ইবনু আবী শায়বা তাঁর লিখিত প্রসিদ্ধ হাদীছের কিতাবের তারাবীহ অধ্যায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হাদীছ নকল করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে তারাবীর নামায বিশ রাক'আত পড়তেন। অতঃপর বিতিরের নামায পড়তেন।

## হাদীছটির সনদের ব্যাপারে পার্যালোচনা

উক্ত হাদীছের সনদের সমস্ত রাবীগণ (বর্ণনাকারী) 'ছেকা' তথা মো'তাবার ও গ্রহণযোগ্য। তবে ইব্রাহীম নামক রাবীকে অনেক মুহাদ্দিছীনে কিরাম দুর্বল বলেছেন। কিন্তু মুহাক্কিক মুহাদ্দিছ ইবনে 'আদী রহ. বলেছেন, উক্ত ইব্রাহীম থেকে অনেক গ্রহণযোগ্য হাদীছের রেওয়ায়ত সাব্যস্ত আছে। ইয়াযীদ ইবনে হারুন বলেছেন, ইব্রাহীম অনেক দিন ইসলামী কোর্টের বিচারপতি (কাযী) ছিলেন। তার আমলে তাঁর থেকে অধিক ন্যায়বিচারক আর কোন বিচারপতি ছিলেন না। উসূলে হাদীছের কিতাব ও প্রসিদ্ধ হাদীছের কিতাব ইলাউস সুনানের ৭ম খণ্ড, ৭২ নং পৃষ্ঠাতে আছে, যদি কোন দুর্বল হাদীছের বর্ণনা অন্য সহীহ্ হাদীছের বর্ণনার সাথে মিল সাব্যস্ত হয় তাহলে ঐ দুর্বল হাদীছটিও সহীহ হাদীছ হিসেবে গন্য হবে। তেমনিভাবে যদি কোন দুর্বল হাদীছের বর্ণনার পক্ষে

গ্রহণযোগ্য আলামত পাওয়া যায় তাহলে ঐ দুর্বল হাদীছটি সহীহ্ হাদীছের সমতুল্য সাব্যস্ত হয়ে যায়।

হযরত উমর রা. এর খিলাফতের দ্বিতীয় বছর থেকে তাঁর এন্তেযামের মাধ্যমে সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম ঐক্যবদ্ধভাবে মসজিদে নববীতে ২০ রাক'আত তারাবীর নামায জামা'আতের সাথে পড়া আরম্ভ করেছেন। যা অনেক বিশুদ্ধ সূত্র দ্বারা সাব্যস্ত হয়। যার বিস্তারিত বর্ণনা ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে। উক্ত হাদীছের বক্তব্য যেহেতু ঐ বিশুদ্ধ সূত্রে সাব্যস্ত রেওয়ায়তের সাথে পূর্ণ মিল আছে তাই তাও বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হল। কোন যয়ীফ তথা দুর্বল হাদীছের বর্ণনা মতে এক দুইজন সাহাবীর আমলও যদি বিশুদ্ধ সূত্রে সাব্যস্ত হয় তাহলে তা সহীহ্ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। যেহেতু উক্ত হাদীছের বর্ণনা মোতাবেক জীবিত খোলাফায়ে রাশেদীন ও সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের ঐক্যবদ্ধ আমল সাব্যস্ত হয়েছে। তাই উক্ত হাদীছটি সর্বোত্তমভাবে সহীহ্ প্রমাণিত হলো। কারণ, সাহাবায়ে কেরাম রা. এর ঐক্যবদ্ধ আমল উক্ত হাদীছটি সহীহ্ হওয়ার জন্য একটি শক্তিশালী করীনা বা আলামত।

## কোন্ প্রকারের যয়ীফ হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়?

উসূলে হাদীছের নির্ভরযোগ্য মূলনীতি হলো, যয়ীফ হাদীছ দুই প্রকার (১) যে যয়ীফ রেওয়ায়তের বক্তব্য শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিকর অর্থাৎ ঐ বক্তব্যের অনুকূলে শরয়ী কোন দলীলের সমর্থন তো নাই বরং তার বিপরীত দলীল বিদ্যমান আছে। এ ধরণের যয়ীফ হাদীছ কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। (২) যে যয়ীফ হাদীছের সনদে কিছু দুর্বলতা আছে কিন্তু তার বক্তব্যের সমর্থনে শরীয়তের অন্য সঠিক দলীল-প্রমাণ রয়েছে। মুহাক্কিক মুহাদ্দিছ ও ফক্বীহগণের সিদ্ধান্ত হল, সনদের বিবেচনায় যদিও তা যয়ীফ কিন্তু বক্তব্য ও মর্মের বিচারে তা সহীহ্। ২০ রাক'আত তারাবীর ব্যাপারে উল্লিখিত হাদীছটিও এ ধরণের।
ইমাম বদরুদ্দীন যারক্শী রহ. উসূলে হাদীছের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ আননুকাত আলা মুকাদ্দিমাতি ইবনে সালাহ ১/৩৯ নং পৃষ্ঠাতে লিখেছেন। তদ্রুপ হাফেযে হাদীছ ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাঁর প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ আননুকাত আলা কিতাবি ইবনিস সালাহ ১/৪৯৪ তে লিখেছেন, যয়ীফ হাদীছ যখন ব্যাপকভাবে উম্মতের মুহাদ্দিছ ও ফক্বীহগণের কাছে গৃহীত হয় তখন সে হাদীছ অনুযায়ী আমল করা যাবে, এটাই বিশুদ্ধ কথা। এমনকি তখন তা হাদীসে মুতাওয়াতির (বিপুল সংখ্যক সূত্রে বর্ণিত) হাদীছের পর্যায়ে পৌঁছে

যায়। ইবনে হাজার রহ. এর উল্লিখিত কিতাবে আছে, তখন ঐ ধরণের যয়ীফ হাদীছের বক্তব্য মতে আমল করা অপরিহার্য। তাই উল্লিখিত হাদীছের বক্তব্য অনুযায়ী তারাবীর নামায ২০ রাক'আত পড়তে হবে।

## হাদীছটি গ্রহণযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও মতের খেলাফ হওয়ার কারণে বিরোধিতা

উল্লিখিত একাধিক শক্তিশালী গ্রহণযোগ্য উসূলসমূহ দ্বারা উক্ত হাদীছটি আমলের যোগ্য বরং মুতাওয়াতের হাদীছের পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া সত্ত্বেও গাইরে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা নিজেদের মতের খেলাফ হওয়ার কারণে সবদিক থেকে চক্ষুবুজিয়ে উক্ত হাদীছকে যয়ীফ বরং মওযু তথা জাল হাদীছ বলে থাকেন। অথচ উপরে প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে, হাদীছটির সব রাবীগণ 'ছেকা' তথা গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি। শুধু ইব্রাহীম নামক রাবীই যয়ীফ। কিন্তু মুহাক্কেক মুহাদ্দিছ ইবনে আদী বলেছেন, তাঁর থেকে অনেক গ্রহণযোগ্য হাদীছের রেওয়ায়ত সাব্যস্ত আছে এবং ইয়াযিদ ইবনে হারুন বলেছেন, ইব্রাহীম অনেক দিন ইসলামী কোর্টের বিচারপতি (কাযী) ছিলেন। তাঁর আমলে তাঁর থেকে অধিক ন্যায়বিচারক আর কোন বিচারপতি ছিলেন না। জ্ঞানী ও ইলমওয়ালা ব্যক্তিদের নিকট স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, উক্ত ব্যক্তি কখনও মিথ্যুক হতে পারেন না। হতে পারে বার্ধক্যতা বা অন্য কোন কারণে শেষ বয়সে স্মরণশক্তি হ্রাস পেয়েছে। যার কারণে কোন ঘটনা বর্ণনাতে ভুল করেছেন এবং এর ভিত্তিতে ইমাম শু'বা রহ. বলেন, তিনি এক ঘটনাতে মিথ্যা বলেছেন তথা ভুলে অবাস্তব কথা বলেছেন।

আল্লামা হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী ফতহুল বারী ৩/৮ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন ঃ- والظاهر ان هذا قصة اخرى

অর্থাৎ ইমাম শু'বা রহ. যে বলেছেন, ইব্রাহীম অবাস্তব বলেছেন, এটা এই হাদীছের ব্যাপারে নয় অন্য ঘটনার ব্যাপারে।

## গাইরে মুকাল্লিদদের প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ

গাইরে মুকাল্লিদরা কি ওহীর মাধ্যমে জেনেছে যে, উক্ত হাদীছটি এবং ২০ রাক'আত তারাবীর ব্যাপারে হাদীসগুলো যয়ীফ। তাদের দাবী সহীহ্ হাদীছ ব্যতীত তারা কোন কাজ করবে না। এখন তাদের নিকট আমাদের প্রশ্ন হলো, তারা যে বলে ২০ রাকাতের হাদীসগুলো যয়ীফ তা কোন সহীহ্ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস কেয়ামত পর্যন্ত তারা তা সাব্যস্ত করতে পারবে না।

## বিশ রাক'আত তারাবীবিষয়ক ইমাম আতা ইবনে আবী রাবাহ রহ.এর বক্তব্য

বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম আতা ইবনে আবী রাবাহ মক্কী রহ. বলেন,

عن عطاء قال ادركت الناس وهم يصلون ثلاثا وعشرين ركعة والوتر-

অর্থাৎ আমি লোকদেরকে (সাহাবা ও তাবেয়ীগণ) দেখেছি তারা বিতিরসহ তেইশ রাক'আত (তারাবীহ) পড়তেন। ( মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা,খ:২, পৃ:২৮৫)

## আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যা রহ এর বক্তব্য

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যা রহ. বলেন:

قال ابن التيمية ثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين-

অর্থাৎ (বিশ রাক'আত তারাবীহ) খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত এবং মুসলমানদের তথা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী, তাবে তাবেঈগণের সম্মিলিত কর্মধারায় এটি প্রমাণিত। (মাজমূউল ফাতওয়া ২৩ খণ্ড ১১৩ পৃষ্ঠা)

## বিশ রাক'আত তারাবীর উপর চার মাযহাবের ইমামগণের ইজমা

বিশ রাক'আত তারাবীর উপর চার মাযহাবের ইমামগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিম্নে এই ব্যাপারে প্রত্যেক মাযহাবের পক্ষ থেকে একটি করে বক্তব্য তুলে ধরা হলো।

**ইমাম আব্দুল বার মালেকী রহ. বলেন** ঃ

وهو الصحيح عن ابى بن كعب من غير خلاف من الصحابة-

অর্থাৎ এটিই তথা বিশ রাক'আত তারাবীহ উবাই ইবনে কা'ব রা. থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত এবং এতে সাহাবীগণের কোন ভিন্নমত নেই।

(ইসতিযকার ৫/১৫৭)

**ইমাম আবু বকর কাসানী হানাফী রহ. বলেন** ঃ অধিকাংশ মুজতাহিদ ও মুহাদ্দিছ গণ যা বলেছেন তা-ই সঠিক। (অর্থাৎ বিশ রাক'আত তারাবীহ)। কারণ, হযরত উমর রা. রমযান মাসে সাহাবায়ে কিরাম রা. কে উবাই ইবনে কা'ব রা. এর ইমামতিতে একত্র করেন এবং উবাই ইবনে কা'ব রা. তাদের নিয়ে প্রতি রাতে বিশ রাক'আত (তারাবীহ) পড়তেন এবং তাদের একজনও এ ব্যাপারে কোন আপত্তি করেননি। সুতরাং এ ব্যাপারে (বিশ রাক'আত তারাবীহ) তাদের (সাহাবাগণের) সকলের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (বাদায়েউস সানায়ে খ.১ পৃ. ৬৪৪)

**ইমাম ইবনে কুদামা মাকদেসী হাম্বালী রহ. বলেন** ঃ উমর রা. যা করেছেন (জামা'আতের সাথে বিশ রাক'আত তারাবীহ) এবং তাঁর খেলাফতকালে অন্যান্য সাহাবীগণ যে ব্যাপারে একমত হয়েছেন তা অনুসরণের সর্বাধিক উপযুক্ত। (আল মুগনী খ. ২ পৃ.৬০৪)

**ইমাম তিরমিযী শাফেঈ রহ. বলেন ঃ** অধিকাংশ আহলে ইলম তথা মুজতাহিদীনে কিরাম ও মুহাদ্দিছীনে কিরাম এর রায় হল, তারাবীর নামায ২০ রাক'আত। যা হযরত আলী রা., হযরত উমর রা. ও অন্যান্য সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের আমল। আর এটাই হল, হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ., আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক রহ. এবং ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মত। ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেছেন, আমাদের শহর মক্কা শরীফে লোকদেরকে ২০ রাক'আত তারাবীহ জামা'আতের সাথে পড়তে পেয়েছি। (তিরমিযী শরীফ, খ.১ পৃ.৯৯)

এই পর্যন্ত যা আলোচনা করা হয়েছে তা দ্বারা নিঃসন্দেহে সাব্যস্ত হয়েছে যে, খোলাফায়ে রাশেদীন ও সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈন এর যুগে ঐক্যবদ্ধভাবে তারাবীর নামায বিশ রাক'আত পড়া হত।

## সহীহ হাদীছের আলোকে প্রথম তিনস্বর্ণযুগের ইজমাঈ আমল কিয়ামত পর্যন্ত আগত উম্মতের জন্য দলীল

রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে উত্তম উম্মত হল, আমার যুগের উম্মত অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম তারপর তাদের নিকটবর্তী উম্মত অর্থাৎ তবে তাবেঈন। (বুখারী ও মুসলিম বরাতে মেশকাত ২য় খণ্ড ৫৫৩ পৃষ্ঠা)।

উক্ত হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, ইসলামের প্রথম তিন স্বর্ণযুগ তথা সাহাবী, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীন এর ইজমাঈ ঐক্যবদ্ধ আমল কেয়ামত পর্যন্ত আগত উম্মতের জন্য সনদ তথা দলীল। এই কারণেই চার মাযহাবের ইমামগণ এবং উম্মতের মুজতাহিদ ও মুহাদ্দিছগণ ২০ রাক'আত তারাবীহ ও তিন রাক'আত বিতিরের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ রায় প্রকাশ করেছেন এবং সে অনুযায়ী আমল করেছেন এবং দুই হেরেম শরীফ তথা মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের উভয় মসজিদে উমর রা. এর খেলাফতের দ্বিতীয় বছর থেকে এই পর্যন্ত তথা ১৪৩৫ হি. পর্যন্ত তারাবীর নামায বিশ রাকাতের কম পড়া হয়নি। এখন পর্যন্ত উভয় মসজিদে জামা'আতের সাথে ২০ রাক'আত তারাবীর নামায পড়া বিদ্যমান রয়েছে। তদ্রুপ সারা বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমান ১২৪৬ হি. পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধভাবে বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়ে আসছেন। ১২৪৬ হিজরীর পর আব্দুল হক বেনারসী আরো এ ধরণের কিছু শিয়া ও বেদআতী লোক গাইরে মুকাল্লিদিয়্যাতের ইনকিলাব (বিপ্লব) আরম্ভ করে ২০ রাক'আত তারাবীকে বেদআত ও নাজায়েয ফাতওয়া দিয়েছে এবং ৮ রাক'আত তারাবীকে সুন্নত দাবী করে। তাদের উক্ত দাবী যেহেতু উল্লেখিত সহীহ হাদীসসমূহের বিরোধী এবং সাহাবা, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন এবং সমস্ত মুজতাহিদীনে কিরামের ঐক্যবদ্ধ আমলের বিরোধী তাই তা গ্রহণযোগ্য নয় বরং আট রাকাতের দাবী নবাবিষ্কৃত তাই তা বেদআত ও শরীয়ত বিরোধী।

## তারাবীহ ৮ রাক'আত হওয়ার ব্যাপারে গাইরে মুকাল্লিদদের দলীলসমূহ ও তার খণ্ডন

**প্রথম দলীল :** বুখারী শরীফের ১ম খণ্ড ২৬৯ নং পৃষ্ঠাতে "বাবু ফযলে মান ক্বামা রমাযান"(باب فضل من قام رمضان) অধ্যায়ে আছে, হযরত আবু সালমা রা. আম্মাজান হযরত আয়েশা রা. কে জিজ্ঞাসা করলেন, রমযান মাসে নবীজি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামায কিরূপ ছিল? উত্তরে হযরত আয়শা রা. বলেন, নবীজি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানে এবং রমযানের বাইরে কখনও এগার রাকাতের বেশী পড়তেন না। প্রথম চার রাক'আত এক নিয়্যতে পড়তেন এবং এত দীর্ঘ ও সুন্দর নামায পড়তেন যার বিবরণ দেয়া প্রায় অসম্ভব। তারপর একইভাবে দীর্ঘ ও সুন্দর করে চার রাক'আত পড়তেন। তারপর কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে তিন রাক'আত বিতির নামায পড়তেন। আয়শা রা. বললেন, আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি

বিতির পড়ার পূর্বে ঘুমাচ্ছেন? তিনি বলেন, আয়শা! আমার চোখ ঘুমায়। তবে আমার অন্তর জাগ্রত থাকে।

উল্লিখিত হাদীছ দ্বারা গাইরে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা তারাবীর নামায ৮ রাক'আত হওয়ার দলীল দিয়ে থাকেন। অথচ এই হাদীছ দ্বারা তারাবীর নামায আট রাক'আত হওয়া কোনোভাবেই সাব্যস্ত হয়না। কারণ, হযরত আবু সালমা রা. কর্তৃক হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. কে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রমযান মাসের রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পর হযরত আয়শা রা. উত্তরে বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান এবং রমযান ছাড়া অন্য কোন সময় এগারো রাক'আত এর চেয়ে বেশী পড়তেন না। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, হযরত আবু সালমা রা. তারাবীর নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করেন নাই বরং তাহাজ্জুদের নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। কারণ, সবার নিকট স্পষ্ট যে, তারাবীর নামায রমযান ছাড়া অন্য কোন মাসে পড়া যায় না। সুতরাং উক্ত হাদীছটি তারাবী সম্পর্কিত নয়। তাই তা দ্বারা তারাবীর নামায ৮ রাকআত হওয়ার উপর দলীল পেশ করা সঠিক নয়।

## তারাবী ও তাহাজ্জুদের নামায এক হওয়ার দাবী সহীহ হাদীছ বিরোধী

উল্লিখিত হাদীছটি ইমাম বুখারী রহ. রমযান মাসে রাতে নামায পড়ার ফযীলতের অধ্যায়েও উল্লেখ করেছেন, একই রাবী থেকে তাহাজ্জুদের অধ্যায়েও রেওয়ায়ত করেছেন ঃ

ইমাম বুখারী রহ. উভয় অধ্যায়ে একই হাদীছ রেওয়ায়ত করাতে গাইরে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা দাবী করেন যে, রমযান মাসে তাহাজ্জুদের নামায এবং তারাবীর নামায একই নামায। এই মর্মে তাদের দু'টি দাবী। একটি হল, তাহাজ্জুদের নামায ও তারাবীর নামায একই নামায। দ্বিতীয়টি হল, তারাবীর নামায ৮ রাক'আত। অথচ ইমাম বুখারী রহ. উভয় অধ্যায়ে হাদীছটি রেওয়ায়ত করার দ্বারা যদিও তারাবীর ও তাহাজ্জুদের নামায বাহ্যিকভাবে একই নামায ধারণা করা যায়। কিন্তু তারাবীর নামায ৮ রাক'আত এটা তাঁর দাবী নয়। বরং তাঁর মতে তাহাজ্জুদ ও তারাবীর রাকাতের সংখ্যা বিভিন্ন হতে পারে। কারণ, ইমাম বুখারী রহ. উক্ত হাদীছের দুই হাদীছ আগে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল বারী রহ.এর বর্ণনার মাধ্যমে রেওয়ায়ত নকল করেছেন যে, উমর ইবনে খাত্তাব রা. রমযান মাসে এক রাতে মসজিদে গিয়ে মুসল্লিদের

বিভিন্ন স্তরে বিভিন্নভাবে নামায পড়তে দেখে হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. এর পিছনে নামায পড়ার জন্য সবাইকে হুকুম দিয়ে তারাবীর নামায জামা'আতের সাথে চালু করেছেন। তবে ইমাম বুখারী রহ.এর শর্ত অনুযায়ী না হওয়াতে তারাবীর ২০ রাকাতের হাদীছ উল্লেখ করেননি। হাজার হাজার সহীহ্ হাদীছ এমন আছে যেগুলো ইমাম বুখারী রহ. এর শর্তমত না হওয়ায় তিনি তা সহীহ্ বুখারী শরীফে লিখেননি। কিন্তু অন্য মুহাদ্দিছীনে কেরাম তাদের হাদীছের কিতাবে তা সহীহ্ হিসেবে সংকলন করেছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত এমন কোন সহীহ রেওয়ায়ত পাওয়া যায়নি যার দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, হযরত উমর রা. উবাই ইবনে কা'ব রা. এর মাধ্যমে তারাবীর নামাযের যে জামাত চালু করেছেন ঐ জামাত কোন দিন ২০ রাক'আত থেকে কম বা ৮ রাক'আত পড়েছেন। বরং ইমাম বুখারী রহ. এর মুহতারাম উস্তাদ হযরত আবু বকর ইবনে আবী শায়বা স্বীয় কিতাব মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাতে মারফু এবং মুরসাল বিভিন্ন সহীহ্ রেওয়ায়তের মাধ্যমে তারাবীর নামায বিশ রাক'আত সাব্যস্ত করেছেন এবং তাঁর প্রিয় শীর্ষ ইমাম তিরমিযি রহ. তিরমিযি শরীফে বিশ রাক'আত তারাবীর ব্যাপারে দলীলসহ সলফের ও মুজতাহিদীনে কিরামের রায় নকল করেছেন।
ইমাম বুখারী রহ. সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড ১৫৩ পৃষ্ঠাতে তাহাজ্জুদের অধ্যায়ে

( باب كيف صلوة الليل وكيف كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى فى الليل-)

হযরত মাসরূক রহ. থেকে রেওয়ায়তকৃত হযরত আয়শা ছিদ্দীকা রা. এর বর্ণনা নকল করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি আয়শা রা. কে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেছেন, কোন সময় বিতিরসহ সাত রাক'আত। কোন সময় নয় রাক'আত। আর কোন সময় এগার রাক'আত ফজরের সুন্নত ছাড়া পড়তেন। যারা বলেন, তাহাজ্জুদের নামায আর তারাবীর নামায এক, তারা মাঝে মাঝে তারাবীর নামায চার রাক'আত বা ছয় রাক'আত পড়ার জন্য বলেন নাকি? এটাতো কখনও তাদের থেকে শুনা যায় না। তাই উভয় নামাযকে একই নামায বলা স্বয়ং বুখারী শরীফের উক্ত সহীহ হাদীছ বিরোধী মন্তব্য।

তাছাড়া বুখারী শরীফের উভয় অধ্যায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিতঃ

قال كان صلوة النبى صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة - يعني في الليل

অর্থাৎ তিনি বলেছেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রাতের নামায তথা তাহাজ্জুদের নামায (বিতিরসহ) তের রাক'আত ছিল। এ হাদীসে রাতের

নামায বলতে সাব্যস্ত হয় ফজরের সুন্নত ছাড়া তের রাক'আত। কারণ, ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাতকে রাতের নামায বলা হয়না।

সহীহ্ ইবনে হিব্বান এবং মুসতাদরাকে রাতের নামায অধ্যায়ে বর্ণিত ঃ

اوتروا بخمس او بسبع او بتسع او باحدى عشرة او باكثر من ذالك-

অর্থাৎ তোমরা রাতের নামায (তাহাজ্জুদ বিতিরসহ) পাঁচ রাক'আত পড়, সাত রাক'আত পড়, নয় রাক'আত পড়, এগার রাক'আত পড় বা এর চেয়ে বেশী পড়।

আত তানজিম ২য় খণ্ড ১ম পৃষ্ঠাতে এবং নায়লুল আওতার ৩য় খণ্ড ৪৩ পৃষ্ঠাতে আছে উক্ত হাদীছটি সহীহ।

গাইরে মুকাল্লিদদের দাবী অনুযায়ী হযরত আয়শা রা. এর হাদীছ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের নামায বিতিরসহ কোন সময় এগার রাক'আত থেকে বেশি পড়তেন না। অথচ উল্লেখিত রেওয়ায়তগুলো দ্বারা পরিষ্কারভাবে সাব্যস্ত হয় যে, এগার রাক'আত থেকে বেশী তের রাক'আত ও আরো বেশি পড়তেন, আর এগার রাক'আত থেকে কমও পড়তেন।গাইরে মুকাল্লিদরা তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায একই নামায বলেন। ৮ রাক'আত তারাবীহ ৩ রাক'আত বিতিরসহ ১১ রাকাতের হাদীছের উপর আমল করা আর ১৩ রাক'আত ও তার বেশি কিংবা কম সম্পর্কিত হাদীসগুলোর উপর আমল না করা এটা তাদের মনগড়া কল্পিত মাযহাব। কোরআন ও হাদীছের সাথে এর কোন প্রকারের মিল নাই।

## তারাবী ও তাহাজ্জুদ এক নয় তার আরো প্রমাণাদি

গাইরে মুকাল্লিদরা তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামায একই নামায বলে দাবী করেন। কিন্তু উভয় নামাযের মধ্যে আসমান-জমীনের তফাত। তার আরো প্রমাণাদি নিম্নে পেশ করা হলো।

১. তাহাজ্জুদের বিধান রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের মক্কী জীবনে কোরআন দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। তাহাজ্জুদের নামায মুসলমানদের জন্য প্রথমে ফরয ছিল। তারপর ফরযের বিধান রহিত হয়ে যায়। আর তারাবীর সম্পর্ক রমযানের সাথে, যা মদনী জীবনের একটি সুন্নত।

২. একবার যে হুকুমের ফরযিয়্যত (বাধ্যবাধকতা) স্পষ্ট কোরআনের আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে যায়। তা আবার ফরয হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তাই তাহাজ্জুদ নামায আর ফরয হওয়ার আশংকা নাই। অথচ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসে তিনদিন বা চারদিন তারাবীর নামায

জামা'আতের সাথে আদায় করার পর ফরয হয়ে যাওয়ার আশংকায় তিনি জামাত ছেড়ে দিয়েছিলেন।

৩. তারাবীর সময় হল, মসজিদে এশার নামাযের পরপর জামা'আতের সাথে। আর তাহাজ্জুদের নির্দিষ্ট কোন সময় নেই। এশার পর থেকে যে কোন সময় পড়া যেতে পারে। তবে উত্তম সময় হল, রাতের দুই তৃতীয়াংশ চলে যাওয়ার পর।

৪. তারাবীর নামায হল, জামা'আতের সাথে মসজিদে আর তাহাজ্জুদের নামায হল, ঘরে নির্জনে ।

৫. হাদীসে তারাবীর আলোচনা 'কিয়ামু রমযান' আর তাহাজ্জুদের আলোচনা 'কিয়ামুল লাইল' নামে এসেছে। এর দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, উভয়টা এক নামায নয়। এ কারণে মুহাদ্দিছীনে কিরাম তাহাজ্জুদ ও তারাবীকে পৃথক পৃথক অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী রহ. হযরত আয়শা রা. কর্তৃক ৮ রাকাতের রেওয়ায়তটি সহীহ্ বুখারীতে তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ উভয় অধ্যায়ে নকল করাতে গাইরে মুকাল্লিদরা দাবী করেন যে, তারাবীর নামায ও তাহাজ্জুদের নামায একই নামায। কিন্তু ইতিপূর্বে আলোচনার দ্বারা পাঠকবৃন্দ নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে, তাহাজ্জুদের নামায ও তারাবীর নামাযের মধ্যে আসমান-জমীন বরাবর পার্থক্য রয়েছে যা অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা সাব্যস্ত করা হয়েছে।

মোদ্দাকথা, ইমাম বুখারী রহ. হযরত আয়শা রা. কর্তৃক ৮ রাকাতের রেওয়ায়েত যা বুখারী শরীফের তাহাজ্জুদ ও তারাবীর অধ্যায়ে গ্রহণ করেছেন, তা দ্বারা শুধু তাহাজ্জুদ সাব্যস্ত হয়, তারাবীহ সাব্যস্ত হওয়ার কোন অবকাশ নেই।

গাইরে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা তারাবীর নামায ৮ রাক'আত সাব্যস্ত করার জন্য ইমাম বুখারী রহ. এর উল্লেখিত তাহাজ্জুদবিষয়ক হাদীছকে দলীল হিসেবে পেশ করে সারা বিশ্বে ফিৎনার আগুন জ্বালাচ্ছে। অপর দিকে বিশ রাক'আত তারাবীর স্পষ্ট সহীহ হাদীছসমূহকে বাদ দিয়ে এবং সমস্ত মুহাদ্দিছীনে কিরাম ও মুজতাহিদীনে কিরাম, চার মাযহাবের ইমামগণের রায়কে উপেক্ষা করে এবং তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, সাহাবায়ে কিরাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের ২০ রাকাতের ঐক্যবদ্ধ আমলের প্রতি কটাক্ষ করে তারা নিজেদের ভ্রান্তমতকে সারা বিশ্বের মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেয়ার হীন চেষ্টা চালাচ্ছে। মুসলমান ভাইদেরকে এ গোমরাহ দলের প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকতে হবে এবং

তারাবীর নামায ২০ রাক'আত সুন্নতে মুয়াক্কাদা এর উপর বিশ্বাস রেখে আমলের উপর মজবুত থাকতে হবে।

## হযরত আয়শা রা. প্রতিবাদ করলেন না কেন?

এখানে আরও বুঝার ব্যাপার হলো, প্রকৃতপক্ষে যদি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়শা রা. কর্তৃক ৮ রাকাতের তারাবীর হাদীছ বর্ণিত হতো তাহলে তাঁর হুজরার পাশে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত অর্থাৎ ৪০ বছর যাবৎ সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম ২০ রাক'আত তারাবীর নামায জামা'আতের সাথে আদায় করলেন। আর তিনি ঐ ব্যাপারে কোন প্রকারের অভিযোগ না করে নিরবতা গ্রহণ করলেন। এটা কখনও হতে পারেনা। কারণ, অনেক সহীহ হাদীছের আলোকে জানা যায় যে, হযরত আয়শা রা. হকের ব্যাপারে ছিলেন স্পষ্টবাদী। হক কথার ব্যাপারে তিনি কাউকে ছাড় দিতেন না।

## তারাবীর নামায ৮ রাক'আত হলে তারাবীর নাম পাল্টাতে হবে

তারাবীহ 'তারবীহাতুন' এর বহুবচন। এর অর্থ হল, বিশ্রাম গ্রহণ করা। যেহেতু তারাবীর নামাযের প্রত্যেক চার রাকাতের পর বিশ্রাম গ্রহণ করা হয়, আর বিশ রাক'আতে চার তারবীহা (বিশ্রাম) হয়। এ কারণে ইহাকে বহুবচনে তারাবীহ (বিশ্রামসমূহ) বলা হয়। কিন্তু যারা তারাবীর নামায ৮ রাক'আত দাবী করে, তাদের দাবী নামাযের নামের সাথে, শব্দের সাথে ও আমলের সাথেও মিল নাই। কারণ, ৮ রাকাতের মধ্যে একবার মাত্র বিশ্রাম গ্রহণ করা হয়। তাই এখানে বহুবচন শব্দে 'তারাবীহ' বাস্তবায়নের কোন সুযোগ নাই। এই কারণে তারাবীর নামায ৮ রাক'আত দাবী করলে 'তারাবীহ' না বলে 'তারবীহা' বলতে হবে। সুতরাং তাদের উক্ত দাবী হাস্যকর ও পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

## গাইরে মুকাল্লিদদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলীল

হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত- হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. রমযানে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বললেন,"গতরাতে আমাকে ঘরের মহিলারা এসে বলল, আমরা তো কোরআন পড়তে পারিনা। তাই আমরা তোমার পিছনে নামায পড়ব। আমি তাদের নিয়ে ৮ রাক'আত ও বিতির নামায পড়লাম" রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুই বললেন না।

হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে রমযানে ৮ রাক'আত ও বিতির পড়েছেন। পরের রাতে আমরা মসজিদে সমবেত হলাম এবং আশা করলাম হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে আমাদের নিকট তাশরীফ আনবেন। কিন্তু সকাল পর্যন্ত আমরা মসজিদে (অপেক্ষমান) রইলাম। (তিনি আর বের হলেন না।)

**দলীলদ্বয়ের উত্তর** : উল্লেখিত হাদীসদ্বয় অত্যন্ত যয়ীফ (দুর্বল) । কারণ, উক্ত হাদীসদ্বয়ে রয়েছে ঈসা বিন জারিয়া নামক রাবী। তিনি খুব দুর্বল রাবী। তার দুর্বলতার ব্যাপারে মুহাদ্দিছীনে কিরামের মন্তব্য নিম্নরূপঃ

তাহযিবুত তাহযিব ৪ খণ্ড ৪৪৮ নং পৃষ্ঠাতে আছে হাফেযে হাদীছ ইবনে মঈন রহ. তার সম্পর্কে বলেছেন- ليس بذاك অর্থাৎ তার হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়। উক্ত কিতাবে তিনি আরো বলেছেন مناكير عنده অর্থাৎ তার নিকট অনেক আপত্তিকর হাদীছ আছে। উক্ত কিতাবে আরো আছে, ইমাম আবু দাউদ রহ. বলেন, তিনি منكر الحديث অর্থাৎ তিনি আপত্তিকর হাদীছ বর্ণনাকারী।

উক্ত কিতাবে ইমাম ইবনে আদীব বলেছেন ঃ احاديثه غير محفوظة অর্থাৎ তার হাদীছ মুহাদ্দিছীনে কিরাম সংরক্ষণ করেননি।

তাহযিবুল কামাল ১৪/৫৩৩ তে ইমাম ইবনুল জাওযী রহ. তাকে 'যয়ীফ' তথা দুর্বল রাবী বলেছেন।

মিযানুল ই'তিদাল ১/৩১১নং পৃষ্ঠাতে ইমাম নাসাঈ রহ. তাকে منكر الحديث অর্থাৎ আপত্তিকর হাদীছ বর্ণনাকারী বলেছেন। ইমাম নাসাঈ রহ. এর অপর বর্ণনায় রয়েছে তিনি متروك الحديث অর্থাৎ তার হাদীছ মুহাদ্দিছীনে কিরাম গ্রহণ করেননি।

যে রাবীর ব্যাপারে বড় বড় মুহাদ্দিছীনে কিরামের এত আপত্তিকর অভিযোগ রয়েছে, তার বর্ণিত হাদীছ অত্যন্ত দুর্বল এবং মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ আহলে হাদীছ (গাইরে মুকাল্লিদ) ভাইয়েরা 'যয়ীফ' দুর্বল হাদীছের নাম শুনলে তাদের গায়ে জ্বর এসে যায়। বরং তারা যয়ীফ হাদীসকে হাদীছ বলেও স্বীকার করেনা। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় হলো, বড় বড় মুহাদ্দিছীনে কিরামের দৃষ্টিতে উল্লেখিত দুইটি যয়ীফ হাদীসকে নিজেদের স্বপক্ষে দুনিয়ার সামনে দলীল হিসেবে পেশ করতে তারা লজ্জাবোধ করেনা। পাঠকবৃন্দের বিবেকের সামনে তার বিবেচনার দায়িত্ব রইল।

## গাইরে মুকাল্লিদদের চতুর্থ দলীল

হযরত সায়েব বিন ইয়াযিদ রা. বলেন, হযরত উমর রা. উবাই বিন কা'আব রা. ও তামিম দারী রা.কে লোকদের নিয়ে এগার রাক'আত নামায পড়তে আদেশ দিলেন। উক্ত হাদীছটি আমাদের প্রথম ২০ রাকাতের দলীলের সাথে সাংঘর্ষিক।

মুহাদ্দিছ নাসির উদ্দিন আলবানী স্বীয় মনগড়া উসূল অনুযায়ী এই এগার রাকাতের রেওয়ায়তকে উক্ত বিশ রাকাতের রেওয়ায়তের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং বিশ রাকাতের রেওয়ায়ত 'যয়ীফ' (দুর্বল) বলে মন্তব্য করেছেন। তথাকথিত আহলে হাদীসরা আলবানীর মন্তব্যকে বাহ্! বাহ্! দিয়ে এটাকে তাদের প্রধান দলীল হিসেবে পুঁজি বানিয়েছেন। তাই আলবানী সম্পর্কে কিছু জরুরী কথা বলা আবশ্যক। সাথে সাথে তার উক্ত মন্তব্যকে বাস্তব তাহকীক দ্বারা খণ্ডানো প্রয়োজন মনে করছি।

## নাসির উদ্দিন আলবানীর পরিচয়

নাসির উদ্দিন আলবানীর জন্ম ১৩৩২ হিজরী মোতাবেক ১৯১৪ ইং। মৃত্যু ১৪২০ হিজরী মোতাবেক ১৯৯৯ ইং। পিতার নাম নূহ। তার পিতা হানাফী মাযহাবের একজন বিজ্ঞ ও মুত্তাকী আলেম ছিলেন। আলবানী পিতার নিকট হানাফী মাযহাবের কিতাব কুদূরী পড়েন এবং অন্য উস্তাদের নিকট মারাকিউল ফালাহ অধ্যয়ন করেন। কিছুদিন পর কথায়, কাজে ও আমলে তিনি স্বীয় মাযহাবের বিরোধিতা আরম্ভ করেন। হতে হতে নিজের পিতার সাথে ঐ ব্যাপারে তুমুল ঝগড়া আরম্ভ হয়। পিতা তাকে বারবার সতর্ক করার পরও উক্ত বিরোধিতা থেকে ফিরে না আসার কারণে তাকে ঘর থেকে বের করে দেন। (গৃহীত- ইন্টারনেট)। তিনি বাপের অবাধ্য ছেলে হিসেবে ঘর থেকে বের হয়ে যান।

তিনি নিজে নিজে হাদীছ গবেষণা আরম্ভ করেন। কিন্তু কোন উস্তাদ থেকে হাদীছের ইলম অর্জন করেননি। যার কারণে তার গবেষণা ও হাদীছ চর্চাতে অনেক মারাত্মক মারাত্মক ভুল পরিলক্ষিত হয়। তিনি শুধু হালাবের একজন শাইখ থেকে মৌখিক হাদীছের এজাযত (অনুমতি) নিয়েছেন। তার কাছ থেকে হাদীছ শিক্ষা গ্রহণ করেননি (আছারুল হাদীছ পৃষ্ঠা ৫১; শাইখ মুহাম্মদ আওয়াম)

অথচ সহীহ্ বুখারী শরীফের কিতাবুল ইলম ১ খণ্ড ১৬ নং পৃষ্ঠাতে ইমাম বুখারী রহ. হাদীছ নকল করেছেন ,

انما العلم بالتعلم

অর্থাৎ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোরআন-হাদিছের সহীহ্ ইলম একমাত্র উস্তাদ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। জ্বলন্ত ইতিহাস সাক্ষী, উম্মতের শত শত মনীষীগণ স্বীয় মাযহাবের উপর অটল থেকে ও ইলমে হাদীছের গবেষণা ও চর্চা করেছেন এবং খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। কিন্তু আলবানী সাহেবের দুর্ভাগ্য। তিনি ইলমে হাদীছের চর্চা করার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রিয় ও কোরআন-হাদীছের বেশি মুওয়াফেক মাযহাব ত্যাগ করেছেন এবং যোগ্য আলেম জন্মদাতা পিতার নাফরমানী করে তাঁকেও ত্যাগ করেছেন।

## রাসূল সা.এর শানে বেয়াদবীর কারণে মদীনা ভার্সিটি থেকে বহিষ্কার

উক্ত বেয়াদবীর কারণে তার মুখ এবং কলমে এমন এমন কথা বের হয়েছে যা একজন আলেম তো দূরের কথা একজন সাধারণ মুসলমান থেকেও বের হতে পারেনা। যেমন সমস্ত সাহাবায়ে কিরামের ঐকমত্যে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাহিদা অনুযায়ী রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসতুল্লামকে ১৪০০ বছর পূর্বে মসজিদে নববীর পার্শ্বে হযরত আয়েশা রা. এর হুজরা মোবারকে কবর দেয়া হয়েছে। আলবানী সাহেব বারবার বিভিন্ন লেখালেখিতে হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রওযা শরীফকে মসজিদে নববী থেকে বের করে আলাদা করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তার এ জঘণ্য বেয়াদবীর কারণে তাকে মদীনার জামেয়া ইসলামিয়া (মদীনা ইউনিভার্সিটি) থেকে বের করে দেয়া হয়েছিলো। (মাহমুদ সাঈদ মামদুহ কর্তৃক রচিত আল ইত্তিজাহাতুল হাদীসিয়্যাহ পৃষ্ঠা ২৩৪)।

## আলবানী সাহেব ইমাম বুখারী রহ. কে বেঈমান বলতে দ্বিধাবোধ করেননি

তিনি ইমাম বুখারী রহ. কে বেঈমান বলতে দ্বিধাবোধ করেননি। ইমাম বুখারী রহ. সূরা কাসাস আয়াত নং ৮৮ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন,

كل شئى هالك الا وجهه الا ملكه ويقال الا ما اريد به وجه الله-

অর্থাৎ আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। অথবা 'ওয়াজহুন' দ্বারা আল্লাহ পাকের যা উদ্দেশ্য হবে তা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে।

আলবানী সাহেব তাঁর রচিত ফতওয়ায়ে আলবানী ৫২৩ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন, "এ ধরণের ব্যাখ্যা কোন মু'মিন মুসলমান দিতে পারেনা। বরং তা তা'তীল যা একটি কুফরী মতবাদ।

অথচ ইমাম বুখারী রহ. এর উক্ত তাফসীর ও ব্যাখ্যা আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদার সাথে পূর্ণ মিল আছে। তার ব্যাখ্যা দ্বারা তা'তীল সাব্যস্ত হয়না। যেহেতু এটা দীর্ঘ আলোচনার জায়গা নয় তাই সংক্ষেপে এতটুকু লিখা হল।

## শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. সম্পর্কে অনধিকার চর্চা

আলবানী সাহেব শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. রচিত কালিমা তায়্যিবা সম্পর্কিত কিতাবের ব্যাপারে মানুষকে এইভাবে সতর্ক করেছেন যে, মানুষ যেন তার ঐ কিতাব না পড়ে। কারণ, উক্ত কিতাবে অনেক ভুল হাদীসভিত্তিক কথা লেখা হয়েছে। তিনি আরো লিখেছেন, তিনি উক্ত কিতাবটি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বিবেচনায় রেখে সহীহ্ হাদীসগুলোর উপর আমি চিহ্ন ও টিকা লাগিয়ে দিয়েছি। যাতে পাঠকবৃন্দ ভবিষ্যতে সহজে উক্ত কিতাবের সহীহ্ হাদীসগুলোর ব্যাপারে অবগত হয়ে ঐগুলোর সাথে আমল করতে পারেন এবং ভুল গুলোকে পরিহার করতে পারেন। (সহীহুল কালিমাতিত তাইয়্যিবা পৃ. ৪)

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. সম্পর্কে আরো অনেক কিছু লিখেছেন। পাঠকবৃন্দ ! আলবানীর অহংকার ও ভিত্তিহীন কথার উপর অনুমান করার জন্য এতটুকু লিখা হল।

## আলাবানী সাহেবের ব্যাপারে গাইরে মুকাল্লিদ ভাইদের বিবেকের নিকট প্রশ্ন

এখন আমাদের গাইরে মুকাল্লিদ ভাইদের প্রতি যারা কথায় কথায় ইমাম বুখারী রহ. ও শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. কে দলীল হিসেবে পেশ করেন। আলবানী সাহেব নিজেকে উম্মতের সেরা মুহাদ্দিছ হিসেবে প্রকাশ করার জন্য এবং নিজের ভুল আক্বীদা ও ভুল মতামতকে দুনিয়ার সামনে প্রকাশ করার জন্য আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদীছ ইমাম বুখারী রহ. কেও বেঈমান বলতে দ্বিধাবোধ করেননি এবং শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যা রহ.এর কিতাবকে ভুলে পরিপূর্ণ বলতে দুঃসাহস করেছেন। অপর দিকে গাইরে মুকাল্লিদ ভাইয়েরা নাসির উদ্দিন আলবানীকে

যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ মনে করে থাকে এবং তারা মনে করে থাকে তার নির্বাচিত হাদীসগুলো ওহীর মাধ্যমে এসেছে! এবার আলবানী সাহেবের ওজন কতটুকু আছে তা বুঝার জন্য আমরা সকল মুসলমানদেরকে বিশেষ করে গাইরে মুকাল্লিদ ভাইদের বিবেকের উপর ছেড়ে দিলাম। এ ব্যাপারে তারা রায় কায়েম করুক। যদি আলবানীর কথার উপর তাদের আস্থা হয়। তাহলে তার মতে তো ইমাম বুখারী রহ. বেঈমান। তাই তার কিতাব বুখারী শরীফ পড়ার তাদের কোন অধিকার নাই।

## তার মতে মাযহাবালম্বীগণ দীনে মুহাম্মদী থেকে খারিজ!!!

আদাবুল ইখতিলাফের টিকা ১০২ পৃষ্ঠায় আছে- এ যুগের সবচেয়ে বড় মুহাক্কেক ও মুহাদ্দিছ শাইখ মুহাম্মদ আওয়াম সম্পর্কে আলবানী সাহেব লিখেছেন, "আমার ও মুহাম্মদ আওয়ামের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন ভাল সম্পর্ক নাই। কারণ, সে একজন হানাফী মাযহাবের অনুসারী ব্যক্তি। আর আমি একজন মুসলমান ফকীর। 'অমুক' 'অমুক' কোন মাযহাবের সাথে আমার ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই। আমার ধর্ম হল, মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ধর্ম যিনি এ উম্মতের প্রথম ও শেষ ইমাম"।

পাঠকবৃন্দ! গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করবেন। তার উক্ত বক্তব্য দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা গেছে যে, তিনিই একমাত্র মুসলমান। শাইখ আওয়াম হানাফী হওয়ার কারণে মুসলমান নন। তিনি ইসলাম থেকে খারিজ। তিনি অমুক অমুক শব্দ বলে ইঙ্গিত করেছেন হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের দিকে অর্থাৎ এ কথা বুঝাতে চান তিনি, আমি হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী নই। আমি একমাত্র মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ধর্মের অনুসারী। তার উক্ত মন্তব্য দ্বারা পরিস্কারভাবে বুঝা গেছে যে, মাযহাব অবলম্বনকারীরা মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ধর্মের উপর নাই। তারা মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ধর্ম থেকে খারিজ। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক) তার উক্ত ভ্রান্ত মতবাদ ও বদ আক্বীদার কারণে বর্তমান বিশ্বের গাইরে মুকাল্লিদরা চার মাযহাবের মুকাল্লিদদেরকে মুশরিক এবং বেদআতী বলতে দুঃসাহস দেখায়।

আমরা বুঝতে পারলাম, তার এ সমস্ত বেয়াদবীর গোড়া হল, রাসূল সা.এর শানে বেয়াদবী করা এবং নিজের পিতার সাথে মাযহাবের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ ও বেয়াদবী করে ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়া। বুখারী ও মুসলিমের

সহীহ্ হাদিসে আছে, সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহসমূহ থেকে প্রথম হল, আল্লাহর সাথে শিরিক করা। দ্বিতীয়ত মাতা-পিতার সাথে বেয়াদবী করা। তিনি এ হাদীছ অনুযায়ী সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ নিয়ে তিনি ঘর থেকে বের হয়েছেন এবং এটার উপর বহাল রয়েছেন।

## আরো বিভিন্ন মহামনীষী সম্পর্কে তার মন্তব্য

তিনি উম্মতের অনেক মহামনীষী ও হাফেযে হাদীসদের উপর হামলা করতে লজ্জা করেন নাই। যেমন, বিখ্যাত মুহাদ্দিছ হাকেম রহ., যাহাবী রহ., মুনযিরী রহ., তাজ উদ্দিন সুবকী রহ., ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ূতী রহ. প্রমুখ। সিলসিলাতুয যয়ীফ ২য় খণ্ড ৪১৬/৪৭৯ পৃষ্ঠাতে মহামনীষীদের উপর তার ধারাবাহিক নিন্দা ও সমালোচনার দ্বারা প্রতিয়মান হয় তিনি নিজেকে এ উম্মতের একমাত্র সহীহ্ হাদীছের ধারক-বাহক ও যুগের এক নম্বর ইমাম হিসেবে দুনিয়ার সামনে পেশ করতে চেয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে তার উক্ত পদ্ধতি তাকে যুগের একজন অহংকারী ও ফ্যাৎনাবাজ ব্যক্তি হিসেবে সাব্যস্ত করেছে।

## চতুর্থ দলীলের জবাব

যা হোক, এখন আমরা মূল বিষয়ের উপর আলোচনা করছি। প্রকাশ থাকে যে, আমাদের পেশকৃত ২য় ও ৩য় হাদীছ যা গাইরে মুকাল্লিদদের দলীলের সাথে সাংঘর্ষিক। তার প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য কিছু বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে। তা হলো, রমযানের তারাবীর ব্যাপারে হাদীছটি সাহাবী সায়েব বিন ইয়াযিদ রা. থেকে তিন ব্যক্তি রেওয়ায়ত করেছেন।

১. ইয়াযিদ বিন খোসাইফা ২. হারেস বিন আব্দুর রহমান বিন আবী যুবাব ৩. মুহাম্মদ বিন ইউসুফ।

১. ইয়াযিদ বিন খোসাইফা রহ. সায়েব বিন ইয়াযিদ রা. থেকে বিশ রাক'আত নকল করেছেন। হযরত উমর রা. এর যুগে তাঁর হুকুমে মসজিদে নববীতে বিশ রাক'আত তারাবীর নামায পড়া হতো। যা ইমাম বাইহাকী রহ. সুনানে কুবরাতে এবং মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আছারি লিল বাইহাকীতে এবং মুসনাদে ইবনুস সা'দ ৪১২ পৃষ্ঠায় যা ২য় ও ৩য় দলীলের আওতায় বিস্তারিত দলীলের সাথে লিখা হয়েছে।

২. হারেস বিন আব্দুর রহমান বিন আবী যুবাবের হাদীছ মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৪ খণ্ড ২৬১ পৃষ্ঠায় তিনি সাহাবী সায়েব বিন ইয়াযিদ থেকে এভাবে নকল করেছেন

كنا ننصرف من القيام على عهد رسول الله وقد دنا فروع الفجر وكان القيام على عهد عمر ثلاث وعشرين ركعة -

অর্থাৎ তিনি সায়েব বিন ইয়াযিদ রা. থেকে নকল করে বলেছেন, উমর রা. এর যুগে তারাবীর নামায পড়তে পড়তে ফজরের নামাযের সময় সন্নিকটে হয়ে যেত এবং উমর রা.এর যুগে তারাবীহ ২০ রাক'আত, বিতির তিন রাক'আত পড়া হত।

৩. মুহাম্মদ বিন ইউসুফ সায়েব বিন ইয়াযিদ রা. থেকে নকল করেছেন, উমর রা. উবাই বিন কা'ব রা. এবং তামীমে দারী রা.কে আদেশ দিয়েছেন, মানুষকে এগার রাক'আত তারাবীর নামায পড়ার জন্য। হাওয়ালা- মুয়াত্তা মালেক ১ম খণ্ড ৩৪১ পৃষ্ঠা এবং সুনানে কুবরা লিন নাসাঈ ২খণ্ড ৪৯৬ পৃষ্ঠা)।

এখন আমরা তিনও রাবীর সনদের ওযন যাচাই করার জন্য তাদের অবস্থা পেশ করছি।

## ইয়াযিদ বিন খোসাইফার হালত (অবস্থা)

قال الأثرم عن أحمد وابن حاتم والنسائى : ثقة

وقال الأجرى عن أبى داؤد وقال أحمد : منكر الحديث-

قال ابن أبى مريم عن ابن معين : ثقة حجة

وقال ابن سعاد: كان عابدا ناسكا كثير الحديث ثبتا

وذكره ابن حبان فى الثقات قلت وزعم ابن عبد البر انه ابن اخى السائب بن يزيد وكان ثقة مامونا-

فى سير اعلام النبلاء (جلد- ٥ صفحة ٩٣) خصيفة اخو السائب بن يزيدبن سعيد بن اخت نمر الكند المدنى-

অর্থাৎ হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাহযিবুত তাহযিব কিতাবে ৬ষ্ট খণ্ড ২১৪ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন, ইয়াযিদ বিন আব্দুল্লাহ বিন খোসাইফা সম্পর্কে আছরমের রেওয়ায়ত অনুযায়ী ইমাম আহমদ তাকে 'সেকা' বলেছেন এবং ইবনে হাতেম ও নাসাঈ রহ. তাকে 'সেকা' বলেছেন। আজরী রহ. ইমাম আবু দাউদ রহ. থেকে রেওয়ায়ত করে বলেছেন- ইমাম আহমদ রহ. তাকে 'মুনকারুল হাদীস' বলেছেন। ইবনে আবী মরিয়ম বলেছেন, ইয়াহইয়া ইবনে মঈন তাঁকে 'সেকা' এবং 'হুজ্জত' বলেছেন। ইবনে সা'দ বলেছেন, তিনি

'আবেদ', 'মুত্তাকি' ও বেশী হাদীছ রেওয়ায়তকারী এবং 'ছবত' ছিলেন। তদ্রূপ ইবনে হিব্বান তাকে 'সিকা'রাবীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইবনে আব্দুল বার বলেছেন, তিনি সেকা এবং মা'মুন ছিলেন।

## হারেছ বিন আব্দুর রহমান বিন আবী যুবাব এর হালত (অবস্থা)

হাফেয ইবনে হাজার তাকরীবুত তাহযীব ১ম খণ্ড ১৭৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, হারেস বিন আব্দুর রহমান বিন আবী যুবাব 'ছুদুক' ছিলেন। ইবনে হাতেম জরাহ ওয়াত তাদীল কিতাব ৪র্থ খণ্ড ৭৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, হারেস বিন আব্দুর রহমান বিন আবী যুবাব ইলমে হাদিসের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। আব্দুর রহমান বলেছেন, আমি আমার পিতাকে হারেস বিন আব্দুর রহমান বিন আবী যুবাব সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি বলেছেন, হারেস থেকে দারওয়ারদী অনেক মুনকার হাদীছ রেওয়ায়ত করেছেন। তাই তিনি রেওয়ায়তের ব্যাপারে শক্তিশালী ব্যক্তি নন তবে তার হাদীছ লিখা যেতে পারে। ইমাম আবু যুরআ কে হারেস বিন আব্দুর রহমান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তিনি উত্তরে বলেছেন, তার হাদীছ রেওয়ায়ত করতে কোন সমস্যা নাই।

## মুহাম্মদ বিন ইউসুফের হালত (অবস্থা)

ইমাম যাহাবী "ফি মান লাহু রেওয়ায়তুন ফিল কুতুবিস সিত্তা" নামক কিতাবের ২য় খণ্ড ২৩২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, মুহাম্মদ বিন ইউসুফ আব্দুল্লাহ কিনদী 'সুদুকুন' 'মুকিল্লুন' তথা কম হাদীছ রেওয়ায়তকারী। ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাহযিবুত তাহযিব কিতাবে লিখেছেন, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ বলেছেন, মুহাম্মদ বিন ইউসুফ আব্দুর রহমান বিন হোসাইন থেকে এবং আব্দুর রহমান বিন আম্মার থেকে বেশি গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। ইমাম বুখারী রহ. বলেছেন, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ তার সাদৃশ্য ছিলেন।

ইবনে মঈন বলেছেন, আমাকে ইয়াহইয়া বিন সাঈদ বলেছেন, কোন শাইখকে আমি তার সাদৃশ্য 'সেকা' দেখিনি। ইমাম আহমদ রহ. এবং ইমাম নাসাঈ তাকে 'সেকা' বলেছেন। ইবনে হিব্বান তাকে সিকাদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। ইবনে মাদাইনী বলেছেন, মুহাম্মদ বিন ইউসুফ 'সিকা' ছিলেন। ইবনে শাহীন তাকে 'সেকা' বলেছেন।

ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাহযিবুত তাহযিব কিতাবের ২য় খণ্ড ১৪৯ পৃষ্ঠাতে আছে, মুহাম্মদ বিন ইউসুফ আব্দুল্লাহ কিনদী 'সেকা' এবং 'সবত'।

## হাদীছের রেওয়ায়তকারীদের ব্যাপারে মুহাদ্দিছীনে কিরামের কিছু পরিভাষা

أما ألفاظ التعديل فعلى المراتب – الأولى قال ابن أبي حاتم إذا قيل للواحد إنه ثقة أومتقن فهو ممن يحتج بحديثه قلت وكذا إذا قيل ثقة وحجة وكذا إذا قيل في العدل إنه حافظ أو ضابط .

الثانية : وقال ابن أبي حاتم : إذا قيل صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه و ينظر فيه فهو المنزلة الثانية انتهى– كذا في مقدمة ابن الصلاح. ج:١ ، ص:٢٣

অর্থাৎ শাইখ ইবনে ছালাহ তাঁর মুকাদ্দমায় লিখেছেন, হাদীছের রাবীদের সততা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় গুনাবলী যাচাইয়ের ব্যাপারে মুহাদ্দিছীনে কিরামের পরিভাষায় বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দ রয়েছে।

**প্রথম শ্রেণী-** শাইখ ইবনে আবী হাতেম বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তিকে ' ছেকা' বা 'মুতকিন' বলা হয়। তাহলে তিনি ঐ সকল মুহাদ্দিছীনে কিরামের অন্তর্ভুক্ত সাব্যস্ত হবেন, যাঁদের হাদীছ শরীয়তের দলীল হিসেবে পেশ করা যেতে পারে। ইবনে ছালাহ নিজে বলেছেন, এভাবে কোন মুহাদ্দিছের ব্যাপারে যদি বলা হয় 'ছাবতুন' 'হুজ্জাতুন' 'হাফেযুন' 'যাবেতুন' তাহলে তাদের হাদীছও শরীয়তের দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। এগুলো হলো প্রথম শ্রেণীর মুহাদ্দিছীনে কেরামের জন্য ব্যবহৃত শব্দ।

**দ্বিতীয় শ্রেণী-** ইবনে আবী হাতেম রহ. বলেছেন, যদি কোন মুহাদ্দিসের ব্যাপারে বলা হয় 'সুদুক' অথবা 'মহল্লুহু সিদ্ক' কিংবা লা বা'সা বিহী । এ ধরণের মুহাদ্দিছগণের হাদীছ লিখা যাবে এবং চিন্তা-গবেষণা করে তাদের হাদীছ দলীল হিসেবে পেশ করা যাবে। তারা হলেন ২য় শ্রেণীর মুহাদ্দিছ।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হল, আলবানী সাহেব মুহাম্মদ বিন ইউসুফের রেওয়ায়ত অর্থাৎ ১১ রাকাতের রেওয়ায়তকে বিশ রাক'আত তারাবীর উপর প্রাধান্য দেয়ার জন্য বিশ রাকাতের রেওয়ায়তকারী ইয়াযিদ বিন খোসাইফার কিছু মনগড়া ত্রুটি বের করে তার রেওয়ায়তকে বাদ দিয়ে দেন। তিনি ইয়াযিদ বিন খোসাইফার ব্যাপারে তিনটি ত্রুটি বের করেছেন। তার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হচ্ছে। অতঃপর ইনশাল্লাহ তা'আলা যথাযথভাবে তার উত্তর লিখা হবে।

**১ম ত্রুটি-** ইয়াযিদ বিন খোসাইফাকে ইমাম আহমদ রহ. মুনকারুল হাদীছ বলেছেন। মুহাদ্দিছীনে কিরামের দৃষ্টিতে যেহেতু মুনকার হাদীছ যয়ীফ (দুর্বল)। তাই তার রেওয়ায়তকারীও যয়ীফ।

**এর উত্তর :** একটু পূর্বে ইয়াযিদ বিন খোসাইফা সম্পর্কে বড় বড় হাদীছের ইমামগণের প্রশংসা ও মন্তব্য ইবনে হাজার আসকালানী রহ. এর লিখিত তাহযিবুত তাহযিব কিতাবের হাওয়ালা দিয়ে লিখা হয়েছে। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. এর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ শাগরেদ আছরম রহ. এর সহীহ্ সূত্রে বলা হয়েছে, ইয়াযিদ বিন খোসাইফাকে ইমাম আহমদ রহ. 'সেকা' বলেছেন। অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য রাবী বলেছেন। এখন ব্যাপার হল, যদি একই ব্যক্তির পক্ষ থেকে ভাল-মন্দ দ্বিমূখী মন্তব্য প্রকাশ হয়, তাহলে বিখ্যাত হাদীছ বিশারদগণের উসূল অনুযায়ী দেখতে হবে ঐ রাবীর ব্যাপারে অন্যান্য হাদীছের ইমামগণের মাতামত কি? ইয়াযিদ বিন খোসাইফা অধ্যায়ে যতোবার কিতাবের বরাত দিয়ে লিখা হয়েছে, ইয়াজিদ বিন খোসাইফাকে প্রসিদ্ধ ইমামুল হাদীসগণ 'সেকা' 'সবত' 'হুজ্জত' ইত্যাদি উচ্চ উপাধিসমূহ দ্বারা ভূষিত করেছেন। তাই যে রেওয়ায়তে ইমাম আহমদ রহ. 'সেকা' বলেছেন, সেটাই প্রযোজ্য হবে। হয়ত তিনি ইয়াযিদ বিন খোসাইফা সম্পর্কে প্রথমে কোন হালকা তথ্যের ভিত্তিতে তাকে 'মুনকার' বলেছেন। পরে তার ব্যাপারে পরিপূর্ণ তথ্য পাওয়ার পর তাকে 'সেকা' বলতে বাধ্য হয়েছেন।

তদুপরি আরও একটি সর্বজনস্বীকৃত উসূল হলো, কোন এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে যে কোন ব্যাপারে বিপরীতমূখী দুই মন্তব্য প্রকাশ হলে اذا تعارضا تساقطا এর কায়দা অনুযায়ী উভয় মন্তব্যের কোনটাই গ্রহণযোগ্য হয়না। ঐ মর্মে ইয়াজিদ বিন খোসাইফার ব্যাপারে ইমাম আহমদ রহ. এর উভয় মন্তব্যকে যদি বাদ দেয়া হয় তাহলেও কোন অসুবিধা নেই। ইয়াযিদ বিন খোসাইফার ব্যাপারে অন্যান্য বিখ্যাত মুহাদ্দিছীনে কেরাম যে মানসম্পন্ন উপাধিসমূহ দিয়েছেন ঐ গুলোই যথেষ্ট।

আলবানী সাহেব উল্লেখিত সর্বজনমান্য উসূলসমূহকে উপেক্ষা করে নিজের মতলব হাসিলের জন্য দুর্বল পন্থা অবলম্বন করেছেন। আলবানী সাহেব আরো বলেছেন, আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. মুহাম্মদ বিন ইউসুফের ব্যাপারে 'সেকা' 'সবত' উভয় ব্যবহার করেছেন। এটা মুহাদ্দিছীনে কিরামের পরিভাষায় উচ্চ উপাধি। কিন্তু অপর দিকে ইয়াজিদ বিন খোসাইফার ব্যাপারে শুধু 'সেকা' বলেছেন। এ কারণেই মুহাম্মদ বিন ইউসুফের রেওয়ায়ত ইয়াজিদ

বিন খোসাইফার রেওয়ায়তের উপর প্রাধান্য পাবে। অথচ আমরা উপরে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী এর তাহযিবুত তাহযিব কিতাবের খণ্ড ও পৃষ্ঠা নং উল্লেখ করে সাব্যস্ত করেছি, তিনি ইয়াযিদ বিন খোসাইফাকে 'সেকা' 'সবত' 'হুজ্জত' বলেছেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, আলবানী সাহেব নিজের দাবী সাব্যস্ত করার জন্য এত বড় জ্বলন্ত মিথ্যার আশ্রায় নিলেন। তার কথা কত দামী তা বিবেচনা করার দায়িত্ব পাঠকবৃন্দের উপর ন্যস্ত করা হলো।

তদুপুরি ইতিপূর্বে মুহাম্মদ বিন ইউসুফের অধ্যায়ের হাওয়ালা দিয়ে লিখা হয়েছে যে, ইমাম যুহরী মুহাম্মদ বিন ইউসুফকে 'সুদুক' বলেছেন। অথচ 'সুদুক' এটা প্রথম সারির রাবীর উপাধি নয়। তা দ্বিতীয় সারির উপাধি। যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিবেচনায়ও সাব্যস্ত হয় ইয়াযিদ বিন খোসাইফা মুহাম্মদ বিন ইউসুফ থেকে উচ্চ মাপের রাবী। আলবানী সাহেব সব ব্যাপারে চোখবুজে নিজের ভ্রান্তমত প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টা করেছেন।

**দ্বিতীয় ত্রুটি** হলো, আলবানী সাহেব বলেছেন, ইয়াযিদ বিন খোসাইফার রেওয়ায়তের ভিতর এয্তেরাব অর্থাৎ সাংঘর্ষিক বিষয় আছে তথা সায়েব বিন ইয়াযিদ থেকে তার দুই ধরণের রেওয়ায়ত পাওয়া যায়। একটি হলো, ২০ রাকাতের, অপরটি হলো, ২১ রাকাতের ব্যাপারে। মুহাদ্দিছীনের পরিভাষায় এটাকে এযতেরাব বলা হয়। যে রেওয়ায়তে এযতেরাব পাওয়া যায় তা গ্রহণযোগ্য হয় না। তদুপুরি ইয়াজিদ বিন খোসাইফাকে ২১ রাকাতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। তিনি 'হাসিবতু' শব্দ বলেছেন। অর্থাৎ হতে পারে সায়েব বিন ইয়াজিদ ২১ রাক'আত বলেছেন। উক্ত শব্দটি রেওয়ায়তের ব্যাপারে অনিশ্চয়তার প্রমাণ দেয়। অথচ রেওয়ায়তের ব্যাপারে রাবীর ইয়াকিন (নিশ্চিত) থাকতে হয়। উল্লেখিত অনিশ্চয়তা ও এযতেরাবের কারণে ইয়াজিদ বিন খোসাইফার রেওয়ায়তটি গ্রহণযোগ্য নয়।

**তার উত্তর হলো :** আলবানী সাহেব ইয়াযিদ বিন খোসাইফার ব্যাপারে যে এযতেরাবের দাবী করেছেন তা ভিত্তিহীন। হাদীছের উল্লেখযোগ্য কোন কিতাবে ইয়াযিদ বিন খোসাইফা থেকে ২১ রাক'আতের রেওয়ায়ত সাব্যস্ত নাই। আলবানী সাহেব নিজেও কোন কিতাবের হাওয়ালা পেশ করতে পারেননি। আমাদের ধারণা, তিনি নিজের দাবী ও মতলব হাসিলের জন্য নিজের পক্ষ থেকে উক্ত রেওয়ায়ত বর্ণনা করেছেন।

তদুপুরি ইয়াযিদ বিন খোসাইফার পক্ষ থেকে যদি ২১ রাকাতের রেওয়ায়ত মেনেও নেয়া হয়, তাহলেও এযতেরাব বা সাংঘর্ষিক সাব্যস্ত হবেনা। কারণ,

তিনি ২০ রাক'আত বলেছেন শুধু তারাবীর ব্যাপারে। আর ২১ রাক'আত বলেছেন বিতিরসহ তারাবীর ব্যাপারে। এর মধ্যে কোন সংঘর্ষ নেই। 'হাসিবতু' বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন বিতিরের ব্যাপারে। সায়েব বিন ইয়াযিদ বিতির এক রাক'আত বলেছেন নাকি তিন রাক'আত বলেছেন, এর মধ্যে সন্দেহ ছিল। তারাবীহ বিশ রাকাতের ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না। বরং প্রতিপক্ষ মুহাম্মদ বিন ইউসুফের রেওয়ায়তে দু'টি এযতেরাব পাওয়া যায়। তার পক্ষ থেকে যেমনিভাবে মুয়াত্তা মালেকে ১১ রাক'আত এর রেওয়ায়ত দেখা যায়। তদ্রুপ মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক এর ৪র্থ খণ্ড ২৬০ পৃষ্ঠাতে মুহাম্মদ বিন ইউসুফ, সায়েব বিন ইয়াজিদ থেকে ২১ রাক'আত তারাবীহ নকল করেছেন। তোহফাতুল আহওয়াজি শরহে তিরমিযি গাইরে মুকাল্লিদ আলেমের তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ তারাবীহ অধ্যায়ে তিনি রেওয়ায়ত করেছেন ১৩ রাক'আত।

মোদ্দাকথা, মুহাম্মদ বিন ইউসুফ থেকে তিন প্রকারের রেওয়ায়ত পাওয়া গেল- ১১ রাক'আত, ২১ রাক'আত, ১৩ রাক'আত।

যেহেতু এটা মুহাদ্দিছীনে কিরামের নিকট জঘণ্য এযতেরাব । আগে উল্লেখ করা হয়েছে, যে রাবীর রেওয়ায়তের মধ্যে এযতেরাব পাওয়া যায় তার রেওয়ায়ত গ্রহণযোগ্য নয়। তাই মুহাম্মদ বিন ইউসুফের রেওয়ায়তটি কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। আলবানী সাহেব নিজের পক্ষের রেওয়ায়তের এযতেরাব থেকে চোখবুজে অনর্থক ইয়াযিদ বিন খোসাইফার রেওয়ায়তের উপর এযতেরাবের অপবাদ চাপানোর হীন চেষ্টা করে ছিলেন। এখন তার মিথ্যা বানোয়াটী দ্বিপহরের ন্যায় সবার সামনে প্রকাশ হয়ে গেল।

মোবারকপুরী সাহেব তিরমিযীর শরাহ 'তুহফাতুল আহওয়াযী' তে মুহাম্মদ বিন ইউসুফের রেওয়ায়তের এযতেরাবের অভিযোগ খণ্ডানোর জন্য আরেকটি অকার্যকর জবাব দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তা হলো, তিনি বলেছেন শাইখ আব্দুর রাজ্জাক শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। হতে পারে অন্ধ অবস্থায় মুহাম্মদ বিন ইউসুফ থেকে ২১ রাক'আত নকল করেছেন। তার উত্তরটি একটি হাস্যকর উত্তর। তার উক্ত উক্তি দ্বারা মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকের কোন রেওয়ায়ত গ্রহণযোগ্য হবেনা। কারণ, তার প্রত্যেক রেওয়ায়তের ব্যাপারে প্রশ্ন আসতে পারে যে, হতে পারে তিনি অন্ধ অবস্থায় তা নকল করেছেন।

দ্বিতীয় কথা হলো, আমরা মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকের খণ্ড ও পৃষ্ঠা নাম্বার দিয়ে মুহাম্মদ বিন ইউসুফের ২১ রাকাতের তারাবীর কথা নকল করেছি।

ইতিহাস সাক্ষী, তিনি তার উক্ত কিতাবটি লিখার সময় অন্ধ হননি। শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হয়েছেন। আব্দুর রাজ্জাক রহ. উক্ত কিতাবে মুহাম্মদ বিন ইউসুফের ২১ রাকাতের রেওয়ায়ত চোখে দেখে লিখেছেন।

মুহাম্মদ বিন ইউসুফের ব্যাপারে ১৩ রাক'আত তারাবীর সম্পর্কীয় যে এযতেরাবের অভিযোগ এসেছে, তা খণ্ডানোর জন্য মোবারকপুরী আরেকটি অবাস্তব পন্থার মাধ্যমে উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তা হলো, তিনি বলেছেন, মুহাম্মদ বিন ইউসুফ এশার নামাযের দুই রাক'আত সুন্নতকে শামিল করে তারাবীহ ১৩ রাক'আত বলেছেন। অথচ একজন সাধারণ লোকের বিবেক মতেও উক্ত উত্তর বাস্তবতার সাথে মিল নেই। এশার নামাযের দুই রাক'আত সুন্নত শুধু রমযানের নামায নয় বরং এটা সারা বছরের নামায। আর ঐ দুই রাক'আত কখনও জামা'আতের সাথে পড়া যায় না। এ দুই রাক'আতকে তারাবীর সাথে শামিল করার কোন যুক্তিও নাই। তাই মোবারকপুরী সাহেবের উক্ত উত্তর পাগলামী ছাড়া আর কিছুই নয়।

মোদ্দাকথা, মুহাম্মদ বিন ইউসুফের ব্যাপারে দুই প্রকারের এযতেরাব বহাল রইল। তাই তার পক্ষ থেকে ১১ রাকাতের তারাবীর রেওয়ায়তটি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

ইয়াযিদ বিন খোসাইফা কর্তৃক ২০ রাকাতের রেওয়ায়ত গ্রহণ না করার জন্য এবং মুহাম্মদ বিন ইউসুফের রেওয়ায়তকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য আলবানী সাহেব তৃতীয় ইস্যু এভাবে তৈরী করেছেন যে, মুহাম্মদ বিন ইউসুফ সায়েব বিন ইয়াযিদের ভাগিনা যাঁর থেকে তিনি ১১ রাকাতের হাদীছ রেওয়ায়ত করেছেন। তাই তার আত্মীয়তার ঘনিষ্টতার কারণেও তিনি ইয়াযিদ বিন খোসাইফার চেয়ে সায়েব বিন ইয়াজিদ এর রেওয়ায়তের ব্যাপারে বেশি অবগত থাকার কথা। তাই মুহাম্মদ বিন ইউসুফের রেওয়ায়ত প্রাধান্য পাওয়া বিবেকের চাহিদা। অথচ কোন মুহাদ্দিছ থেকে আত্মীয়তার কারণে রেওয়ায়ত প্রাধান্য পাওয়ার বিধান শুনা যায় না। এটা আলবানী সাহেবের একটি মনগড়া উসূল।

ইতিপূর্বে সিয়ারু আ'লামিন নুবালার হাওয়ালা দিয়ে লিখা হয়েছে যে, ইয়াযিদ বিন খোসাইফা সায়েব বিন ইয়াজিদের ভাতিজা। যদি মুহাম্মদ বিন ইউসুফ ভাগিনা হওয়ার কারণে তার রেওয়ায়ত প্রাধান্য হওয়া যুক্তিযুক্ত হয় তাহলে ইয়াযিদ বিন খোসাইফা যিনি তার ভাতিজা তার রেওয়ায়ত কেন প্রাধান্য হওয়া যুক্তিযুক্ত হবেনা?

আলহামদুলিল্লাহ, আলবানী সাহেব ১১ রাক'আত কে ২০ রাকাতের উপর প্রাধান্য দেয়ার জন্য যে তিনটি কারণ তৈরী করেছেন তিনটাই হাস্যকর ও বাতেল সাব্যস্ত হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, মোবারকপুরী বলেছেন, ইমাম বাইহাকী রহ. ইয়াযিদ বিন খোসাইফার বিশ রাকাতের রেওয়ায়ত সায়েব বিন ইয়াজিদ থেকে দুই জনের সনদে রেওয়ায়ত করেছেন। একজন হলো, আবু উসমান আমর বিন আব্দুল্লাহ কিনদী। দ্বিতীয় জন হলো, আবু আব্দিল্লাহ আল হোসাইন বিন ফানজাবিয়া। তবে এই দুইজন সেকা না গাইরে সেকা আমরা তা জানতে পারিনি।

তার উত্তর হলো, মোবারকপুরী সাহেব তাদের অবস্থা না জানলেও কোন অসুবিধা নাই। কারণ, পূর্বের অনেক বড় বড় হাফেযে হাদীছ ও মুহাদ্দিছগণ তাদের অবস্থা জেনে তাদের হাদীসকে সহীহ্ বলেছেন। যেমন, ইমাম নববী রহ., তাজ উদ্দীন সুবকী রহ., ওলী উদ্দীন ইরাকী রহ., বদরুদ্দীন আইনী রহ., জালাল উদ্দীন সুয়ূতী রহ. প্রমুখ। যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সায়েব বিন ইয়াযিদ থেকে তিনজন রাবী হাদীছ রেওয়ায়ত করেছেন। ইয়াযিদ বিন খোসাইফা হারেস বিন আব্দুর রহমান বিন আবী যুবাব ও মুহাম্মদ বিন ইউসুফ।

ইয়াযিদ বিন খোসাইফা রেওয়ায়ত করেছেন- তারাবীহ বিশ রাক'আত। ঐ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং বিপক্ষের অভিযোগের উত্তর যথাযথভাবে দেয়া হয়েছে।

আর মুহাম্মদ বিন ইউসুফের রেওয়ায়তের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তার রেওয়ায়তের মধ্যে দুই ধরণের এযতেরাব পাওয়া যাওয়ার কারণে তা আমলের জন্য গ্রহণযোগ্য নয় সাব্যস্ত হয়েছে। বাকি রইল হারেস বিন আব্দুর রহমান বিন আবী যুবাবের রেওয়ায়ত।

মুসান্নাফু আব্দির রাজ্জাক ৪র্থ খণ্ড ২৬১ পৃষ্ঠাতে আছে ঃ

وكان القيام على عهد عمر ثلاث وعشرين ركعة-

অর্থাৎ উমর রা. এর যুগে বিতিরসহ তারাবীর নামায ছিল ২৩ রাক'আত। ইতিপূর্বে হারেস বিন আব্দুর রহমান অধ্যায়ে নকল করা হয়েছে যে, তিনি দ্বিতীয় সারির রাবী। মুহাদ্দিছীনে কেরামের উসূল অনুযায়ী আমাদের দাবী হলো, যদিও তিনি দ্বিতীয় সারির রাবী তারপরও তার রেওয়ায়ত ইয়াযিদ বিন খোসাইফার রেওয়ায়তের জন্য বড় সহায়ক সাব্যস্ত হয়েছে।

তাছড়া মুহাম্মদ বিন ইউসুফের ১১ রাকাতের রেওয়ায়ত ইমাম মালেক রহ. তাঁর লিখিত কিতাব মুয়াত্তা মালেকে নকল করেছেন। অথচ তার ঐ কিতাবে ইমাম মালেক রহ. তাবেয়ী ইয়াযিদ বিন রুমানের সনদে উমর রা. এর যুগে মসজিদে নববীতে তারাবীর নামায বিতিরসহ ২৩ রাক'আত পড়া হতো বলে নকল করেছেন। তার কিতাবে নকলকৃত এ দ্বিমুখী রেওয়ায়ত থেকে মুহাদ্দিছীনে কিরাম এ বিশ রাকাতের রেওয়ায়তকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কারণ তার বিশ রাকাতের রেওয়ায়ত অন্যান্য সহীহ্ রেওয়ায়তের সাথে মিল রয়েছে। এ জন্য ইমাম ইবনে আব্দুল বর মালেকী রহ. বলেছেন- মুয়াত্তা মালেকে মুহাম্মদ বিন ইউসুফ কর্তৃক ১১ রাকাতের রেওয়ায়ত 'ওয়াহাম' অর্থাৎ লিখকের পক্ষ থেকে অথবা যে কোন পক্ষ থেকে ভুল। তাছাড়া মালেকী মাযহাবের কোন কিতাবে তারাবীহ ১১ রাক'আত লিখা হয়নি। বরং ইমাম মালেক রহ.এর মাযহাবও বিশ রাকআত ছিল।

## বিশ রাক'আত তারাবীর রেওয়ায়ত প্রাধান্য পাওয়ার একটি শক্তিশালী কারণ

মুহাদ্দিছীনে কিরামের উসূল মতে ২০ রাক'আত তারাবীহ প্রাধান্য পাওয়ার আরেকটি শক্তিশালী কারণ হলো, যদি ২ হাদীছের সংখ্যার মধ্যে বা দুই ইজতিহাদী মাসআলার সংখ্যার মধ্যে বৈপরিত্ব বা ইখতিলাফ পাওয়া যায়। তাহলে বড় সংখ্যার দিককে প্রাধান্য দেয়া হয়। কারণ, বড় সংখ্যাতে ছোট সংখ্যা আছে। ছোট সংখ্যাতে বড় সংখ্যা নেই। যেহেতু বিশ রাক'আতের মধ্যে ৮ রাক'আত আছে কিন্তু ৮ রাক'আতের মধ্যে বিশ রাক'আত নাই। তাই বিশ রাক'আতের রেওয়ায়তকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। ২০ রাক'আতের আমলের দ্বারা ৮ রাক'আতের আমলও হয়ে যায়।

### ২০ রাক'আতের রেওয়ায়ত প্রাধান্য পাওয়ার আরো একটি কারণ

মুহাদ্দিছীনে কিরাম ও মুজতাহিদীনে কিরামের উসূল অনুযায়ী দুই মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলা থেকে একটাকে প্রাধান্য দেয়ার আরেকটি পদ্ধতি হলো, দুই মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলা থেকে যার উপর আমল করলে দুই মতানৈক্যকারী উভয় দলের সব মুহাদ্দিছীনে কিরাম ও মুজতাহিদীনে কিরামের মতে আমল হয়ে যায়, সেটাই প্রাধান্য পাওয়ার বেশী উপযোগী।

২০ রাক'আত মতে যদি আমল করা হয় তাহলে দু'পক্ষের সব মুজতাহিদীনে কিরামের মতে আমল হয়ে যাবে। কারণ ২০ রাকাতের মধ্যে ৮ রাক'আত আছে। ৮ রাক'আতের মধ্যে বিশ রাক'আত নাই।

যেমন, শরীরের রান সতর কিনা? এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম থেকে দ্বিমুখী হাদীছ বর্ণিত আছে। যার কারণে ইমামদের মধ্যেও মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম বুখারী রহ. রান সতর হওয়াকে সতর্কতামূলক ফরয বলেছেন। কারণ রান ঢাকাকে ফরয মেনে নিলে উভয় মত অনুযায়ী আমল হয়ে যাবে। রান ঢাকাকে ফরয না মানলে এক গ্রুপ মতে আমল হয় অন্য গ্রুপ মতে আমল হয়না। যে গ্রুপ মতে রান ঢাকা ফরয নয় ঐ গ্রুপের মতেও রান ঢাকা গুনাহ নয়। বরং তাঁদের মতেও উত্তম। তাই রান ঢাকলে উভয় গ্রুপ অনুযায়ী আমল হয়ে যাবে।

আরও যেমন, অযুতে এবং ফরয গোসলে অঙ্গসমূহকে ভালভাবে মেজে-ঘষে ধৌত করা ইমাম মালেক রহ. এর মাযহাব মতে ফরয। কিন্তু অন্য তিন মাযহাব মতে সুন্নত। এ জন্য অন্য তিন মাযহাবের অনুসরণকারীকে সতর্কতামূলক অঙ্গসমূহকে মেজে-ঘষে অযু ও গোসল করতে বলা হয়েছে। তাহলে ইমাম মালেক রহ. এর মাযহাব মতে আমল হয়ে যাবে এবং অন্য মাযহাব মতেও আমল হয়ে যাবে। এ রকম শত শত নযির রয়েছে। বুঝার জন্য এখানে দু'টি আলোচনা করা হল।

মোদ্দাকথা, তারাবীর নামায ২০ রাক'আত পড়লে ২০ রাকাতের রেওয়য়েতের উপর আমল হয়ে যাবে। ৮ রাকাতের রেওয়ায়তের উপরও আমল হয়ে যাবে। তাই সমস্ত মুসলমানদেরকে ২০ রাকাতের উপর আমল করাকে অপরিহার্য করে নেয়া জরুরী।

## ২০ রাক'আতের রেওয়ায়ত প্রাধান্য পাওয়ার আরেকটি বিশেষ কারণ

মুহাদ্দিছীনে কিরাম ও মুজতাহিদীনে কিরামের উসূল অনুযায়ী আরেকটি বড় উসূল হলো, দুই হাদীসের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা গেলে বাস্তব দৃষ্টিতে দেখতে হবে কোন হাদীছ মতে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন ও মুজতাহিদীনে কেরাম আমল করেছেন। যে হাদীছ মতে তাদের আমল বিদ্যমান ঐ হাদীছটি গ্রহণের ব্যাপারে প্রাধান্য পাবে এবং তা আমলের জন্য প্রযোজ্য হবে। যেহেতু চূড়ান্ত তাহকীকের পর শত শত প্রমাণাদি দ্বারা দ্বিপ্রহরের ন্যায় সমুজ্জল হয়ে গেছে যে, উমর রা. এর যুগ থেকে খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কিরাম,

তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও মুহাদ্দিছীনে কিরাম বিশেষ করে চার মাযহাবের ইমামগণ তারাবীর নামায ২০ রাক'আত জামা'আতের সাথে পড়ে আসছেন এবং অন্যদেরকে পড়ার সবক দিয়েছেন। এ জন্যই ২০ রাকাতের হাদীসগুলোকে আমলের জন্য প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তার জ্বলন্ত প্রমাণ হলো, মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের উভয় মসজিদে ১৪ শত বছর পূর্ব থেকে ২০ রাক'আত তারাবীর আমল শুরু হয়ে বর্তমান ১৪৩৫ হিজরী পর্যন্ত ২০ রাকাতের আমল চালু রয়েছে। মাঝের সময়ে ২০ রাকাতের কম পড়ার ইতিহাস সাব্যস্ত হয়নি। এই অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা বিবেকবান মুসলমানদের জন্য দলীল হিসেবে যথেষ্ট।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# আমীনবিষয়ক মাসআলা

হাকীমুল ওলামা
আল্লামা মুফতী ছাঈদ আহমদ দা.বা.

# দ্বিতীয় অধ্যায়

# আমীনবিষয়ক মাসআলা

الحمدلله وحده والصلاة والسلام على النبي الذي لانبي بعده وعلى أله وأصحابه إلى يوم القيامة

أما بعد فقدقال الله تعالى: ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴿الأعراف : ٥٥﴾

আল্লাহ পাকের প্রশংসা ও নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজন এবং তাঁর ছাহাবায়ে কিরামের উপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করার পর কোরআন মাজীদের সূরায়ে আরাফের ৫৫ নং আয়াতটি লিখা হয়েছে। যার অর্থ হল, "তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট অনুনয়ের মাধ্যমে চুপে চুপে দু'আ কর"

আয়াতে কারীমার সারমর্ম হলো, অনুনয়ের মাধ্যমে চুপে চুপে দু'আ করা আল্লাহ তা'আলার নিকট বেশী প্রিয় এবং অধিক কবুলযোগ্য। যদিও ইখলাছের মাধ্যমে উচ্চৈঃস্বরে দু'আ করা হলে তাও আল্লাহ তা'আলা কবুল করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় আছহাবে কিরামকে তা'লীম ও শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে দু'আসমূহ স্পষ্ট আওয়াজে পড়তেন। তাই এখনও যদি কোনো যিম্মাদার মুখলিছ আলেম তার শিষ্য কিংবা ভক্তদেরকে দু'আর পদ্ধতি শিক্ষা দেয়ার জন্য উচ্চৈঃস্বরে দু'আ করেন তা জায়েয হবে। বরং ক্ষেত্রবিশেষ উত্তম হবে।

মোদ্দাকথা, তা'লীম দেয়ার উদ্দেশ্য না হলে চুপে চুপে দু'আ করাই সর্বোত্তম। কারণ, তা আল্লাহ পাকের নিকট বেশী প্রিয়। যা উল্লেখিত আয়াতে কারীমা দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। তাছাড়া আনস রা. থেকে ছহীহ সনদে হাদীছ রেওয়ায়ত করা হয়েছে, ''চুপে চুপে নিম্নস্বরে এক দু'আ প্রকাশ্যে সত্তর দু'আর সমতুল্য। ইবনে হিব্বান রহ. তাঁর সহীহ হাদীছের কিতাবে মারফু হিসেবে হাদীছ নকল করেছেন, خيرالدعاء الخفي অর্থাৎ উত্তম দু'আ হলো যা চুপে চুপে করা হয়। (উভয় হাদীছের হাওয়ালা: ইলাউস সুনান খ.২,আমীন অধ্যায় পৃ.২৫৪)

এটা ভূমিকাস্বরূপ লিখা হয়েছে যা আলোচ্য বিষয়ের শেষের দিকে পরিপূর্ণ সহায়ক হবে।

আলোচ্য বিষয় হলো, ফজর, মাগরিব ও এশার নামায জামা'আতের সাথে আদায় করা হলে সূরা ফাতিহার পর ইমাম ও মুক্তাদী 'আমীন' উচ্চৈঃস্বরে বলবেন নাকি চুপে চুপে বলবেন? সরবে বলবেন নাকি নিরবে? ছাহাবায়ে কেরাম থেকে নিয়ে সমস্ত ইমাম, মুজতাহিদ ও মুহাদ্দিছগণ এই ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, উভয় পদ্ধতিতে 'আমীন' বলা জায়েয। তবে উত্তম পদ্ধতি কোনটি এই ব্যাপারে ইমাম ও মুজতাহিদগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আযম আবু হানীফা রহ. ও ইমাম মালেক রহ. এর মতে 'আমিন'চুপে চুপে বলা উত্তম ও মুস্তাহাব। আর ইমাম শাফেয়ী রহ.ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. এর মতে আওয়াজ করে বলা উত্তম।

## আমীন চুপে চুপে ও আওয়ায করে বলার হাদীছ

উভয় পক্ষের ছহীহ হাদীছ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত রয়েছে। যেমন, ইমাম তিরমিযী রহ. তাঁর লিখিত হাদীছগ্রন্থ তিরমিযী শরীফের আমীন অধ্যায়ে হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ. এর সনদের মাধ্যমে ওয়াইল ইবনে হুজর রা. থেকে হাদীছ রেওয়ায়ত করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি শুনেছি, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে তিনি নামাযের মধ্যে ''গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালায যাল্লীন'' পড়ার পর 'আমীন' শব্দটি কিছু দীর্ঘ আওয়াজের সাথে পড়েছেন"। (তিরমিযী শরীফ, খ.১, পৃ.৫৭ )

আবার ইমাম তিরমিযী রহ. আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীছ হযরত শো'বা রহ. এর সনদের মাধ্যমে উক্ত হাদীছ উল্লিখিত ছাহাবী থেকে এইভাবে রিওয়ায়ত করেছেন, " রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আমীন' মৃদু আওয়াজে বলেছেন" (যা চুপে বলার সমতুল্য)।

হযরত সুফিয়ান রহ.এর সনদে বর্ণিত হাদীছ মতে আমল করেছেন ইমাম শাফেয়ী রহ. ও ইমাম আহমদ রহ. এর অনুসারীগণ। আর হযরত শো'বা রহ. এর রিওয়ায়তকৃত হাদীছ মতে আমল করেছেন হানাফী ও মালেকী মাযহাবের অনুসারীগণ। ইমাম তিরমিযী রহ. যেহেতু শাফেঈ মাযহাবের মুকাল্লিদ ও অনুসারী তাই তিনি হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ. এর সনদকে প্রাধান্য দিয়ে আমীন আওয়াজ করে পড়ার রেওয়ায়তকে গ্রহণ করেছেন।

আর ইমাম শো'বা রহ. এর সনদের উপর তিনটি অভিযোগ আরোপ করেছেন।

## ইমাম তিরমিযী রহ. কর্তৃক হযরত শোবা রহ.এর সনদের উপর আরোপিত অভিযোগসমূহ

১. এই হাদীছের একজন রাবী সালামা বিন কুহাইলের উস্তাদের নাম হুজর ইবনুল আম্বাস(আম্বাসের ছেলে হুজর)। হযরত শো'বা রহ. হুজর ইবনুল আম্বাস না বলে বলেছেন হুজর আবুল আম্বাস (আম্বাসের পিতা)।
মানুষকে কখনো কখনো তার আসল নামে ডাকা হয়, আবার কখনো কখনো সন্তানের দিকে সম্বোধন করে ডাকা হয়। যেমন; আবু আব্দিল্লাহ অর্থাৎ আব্দুল্লাহর পিতা। ছেলের দিকে কিংবা পিতার দিকে সম্বোধন করে পিতা কিংবা ছেলেকে যে নামে ডাকা হয় তাকে আরবী ভাষায় কুনিয়ত (উপনাম) বলা হয়।
হযরত শো'বা রহ. ওয়াইল ইবনে হুজরের কুনিয়ত আবুল আম্বাস বলেছেন, অথচ তার প্রকৃত কুনিয়ত হলো আবুস সাকান। আর তিনি হলেন আম্বাসের ছেলে,আম্বাসের পিতা নন।

২. শো'বা রহ. তাঁর সনদে হুজর ইবনে আম্বাস এবং ওয়াইল ইবনে হুজর এই দুইয়ের মাঝে আলকমা ইবনে ওয়াইল রহ.এর ওয়াসেতা তথা মাধ্যম নিয়ে এসেছেন, অথচ মূল সনদে আলকমা নেই।

৩. ইমাম তিরমিযী রহ. নিজের কিতাব ইলালুল কাবীর গ্রন্থে লিখেছেন, আলকমা তার পিতা ওয়াইল বিন হুজর থেকে কোনো হাদীছ সরাসরি শুনেন নি। কারণ, আলকমা আপন পিতার মৃত্যুর ছয় মাস পর ভূমিষ্ঠ হয়েছেন। তাই আলকমা আপন পিতা থেকে হাদীছ শুনেছেন বলে যে কথা হযরত শো'বা রহ. নিজ সনদে উল্লেখ করেছেন তা, তাঁর ভুল।

উল্লিখিত ভুলসমূহের কারণে শো'বা রহ.এর সনদ গ্রহণযোগ্য নয়। অপর দিকে হযরত সুফিয়ান রহ. এর সনদ যেহেতু উপর্যুক্ত ভুলসমূহ থেকে মুক্ত তাই তাঁর সনদ গ্রহণযোগ্য।

## ইমাম তিরমিযী রহ.এর অভিযোগসমূহের উত্তর

বোখারী শরীফের অন্যতম ব্যাখ্যাকারী আল্লামা আইনী রহ.নিজ রচিত বোখারীর বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'উমদাতুল কারী'তে ইমাম তিরমিযী রহ. এর উত্থাপিত অভিযোগসমূহকে অত্যন্ত জোরালোভাষায় খণ্ডন করেছেন। তা এখানে তুলে ধরা হলো;

**প্রথম অভিযোগের উত্তরঃ** মূলত হুজরের পিতা ও ছেলে উভয়ের নাম ছিলো আম্বাস। তাই তাঁকে আবুল আম্বাস (আম্বাসের পিতা) কিংবা ইবনুল আম্বাস উভয়ের যেকোনো একটা কিংবা উভয় কুনিয়ত উল্লেখ করা যথাযথ ও শুদ্ধ। আরব দেশে দাদা ও নাতির নাম এক হওয়া এমনকি পিতা ও ছেলের নামও এক হওয়া আয়েব বা দোষের কিছু নয়। তার অনেক নযীর রয়েছে। ইবনে হিব্বান রহ. তাঁর লিখিত কিতাবুস সিকাতে উক্ত রাবীর ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, তাঁকে হুজর ইবনুল আম্বাস ও হুজর আবুল আম্বাস উভয় প্রকারে সম্বোধন করা হত। ইবনে হুজর আসকালানী রহ. শাফেঈ মাযহাবের কট্টর ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর তাহযীবুত তাহযীব কিতাবে তা স্বীকার করেছেন। ইমাম আবু দাউদ রহ.ও উক্ত হাদীছটি সুফিয়ানের সনদেও আবুল আম্বাস নামে নকল করেছেন। ইমাম দারে কুতনী রহ. উক্ত হাদীছে হুজর আবুল আম্বাস লিখেছেন, সাথে সাথে এই কথাও লিখে দিয়েছেন যে, তাকে ইবনুল আম্বাসও বলা হয়। এই তথ্যপূর্ণ আলোচনার পর হযরতশো'বা রহ.এর সনদের উপর আরোপিত প্রথম অভিযোগ নিশ্চিতভাবে দূর হয়ে যায়।

**দ্বিতীয় অভিযোগের উত্তরঃ** হুজর বিন আম্বাস উক্ত আমীনের হাদীছটি দুইভাবে রেওয়ায়ত করেছেন। একবার সরাসরি হযরত ওয়াইল বিন হুজর থেকে শুনেছেন, আর সুফিয়ান রহ. এই রেওয়ায়তটি বর্ণনা করেছেন। আরেকবার তিনি আলকমা ইবনে ওয়াইল থেকে শুনেছেন, যা শো'বা রহ. রেওয়ায়ত করেছেন। মুসনাদে আহমদ ও সুনানে আবু মুসলিম মক্কী কিতাদ্বয়ে স্পষ্টভাবে লিখা হয়েছে, উক্ত হাদীছটি উভয় পদ্ধতিতে রেওয়ায়ত করা হয়েছে। ইমাম দারে কুতনী রহ.ও উক্ত হাদীছটি শো'বা রহ. এর সনদে আলকমা রহ.এর মধ্যস্থতায় রিওয়ায়ত করেছেন। যেহেতু সব হাদীছের কিতাবে এপ্রকারের হাদীছ অনেক বিদ্যমান, যেগুলোর রাবীগণ কখনো কখনো মূল রাবী থেকে সরাসরি হাদীছ শুনেছেন, আবার কখনো অন্য রাবীর মধ্যস্থতায় হাদীছ শুনেছেন, এইজন্য রেওয়ায়ত করতেও উভয় প্রকারে রেওয়ায়ত করেছেন।

তাতে কোনো প্রকারের দোষ নাই। আমীনের ব্যাপারে সুফিয়ান রহ. ও শো'বা রহ. কর্তৃক হাদীছটিও অনুরূপ। তাই দ্বিতীয় অভিযোগটিও শো'বার সনদ থেকে পরিপূর্ণরূপে দূরিভূত হয়ে গেলো।

**তৃতীয় অভিযোগের উত্তর :** তৃতীয় অভিযোগটি ছিলো, শো'বা রহ. আলকমা বিন ওয়াইলের মধ্যস্থতায় তাঁর পিতা থেকে রেওয়ায়ত করেছেন। অথচ আলকমা তাঁর পিতা ওয়াইলের মৃত্যুর ছয় মাস পর জন্মগ্রহণ করেন। এই ছিলো অভিযোগ। উক্ত অভিযোগটি একেবারে ভিত্তিহীন। কারণ, প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে, ওয়াইল ইবনে হুজরের দুই ছেলে ছিলো যথা; ১. আলকমা ২. আব্দুল জব্বার। আব্দুল জব্বার ছিলো বয়সে ছোট। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি পিতার মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করেছেন। আর কেউ কেউ বলেছেন, তিনি পিতার মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছেন। মোদ্দাকথা, আব্দুল জব্বার নিজ পিতা থেকে হাদীছ শুনেনি। কিন্তু আলকমা নিজ পিতা ওয়াইল ইবনে হুজর থেকে হাদীছ শুনেছেন।

যা নিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত হয়েছে। স্বয়ং ইমাম তিরমিযী রহ.

باب ماجاءفي المرأة إذااستكرهت على الزنا

অর্থাৎ"মহিলাকে যখন যিনা করতে বাধ্য করা হয়"নামক অধ্যায়ে বলেছেন, আমি ইমাম বোখারী রহ. কে বলতে শুনেছি, আব্দুল জব্বার বিন ওয়াইল বিন হুজর আপন পিতা ওয়াইল বিন হুজর থেকে কোনো হাদীছ শ্রবণ করেন নি। কারণ, আব্দুল জব্বার তার পিতার মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করেছেন। অন্য একটি তথ্যানুযায়ী পিতার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছেন। ইমাম তিরমিযী রহ. ও ইমাম বুখারী রহ. উভয়ের চূড়ান্ত তাহকীক দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, আলকমা বিন ওয়াইল সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে, তিনি যেহেতু পিতার মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করেছেন তাই তিনি তাঁর কাছ থেকে হাদীছ শুনেননি, তা ভুল তথ্য। বরং উক্ত তথ্য তাঁর ছোট ছেলে আব্দুল জব্বারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। স্বয়ং ইমাম তিরমিযী রহ. উপরিউক্ত অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে লিখেছেন যে, আলকমা নিজ পিতা ওয়াইল ইবনে হুজর থেকে হাদীছ শুনেছেন। নাসাঈ শরীফের এক হাদীছের আলোচনায় ইমাম নাসাঈ রহ. বলেছেন, হাদ্দাছানা আলকমা, হাদ্দাছানা আবী অর্থাৎ আলকমা থেকে রেওয়ায়তকারী আম্বরী রহ. বলেছেন, আমাকে আলকমা ইবনে ওয়াইল হাদীছ বর্ণনা করেন, আলকমা বলেছেন, আমাকে আমার পিতা ওয়াইল হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী রহ. "জুয্ও রফ'ঈল ইয়াদাইন" নামক কিতাবে একটি হাদীছ নকল করেছেন, যার সনদ এইভাবে বর্ণনা করেছেন,

قال سمعت علقمة بن وائل بن حجر حدثني أبي

অর্থাৎ আলকমা থেকে বর্ণনাকারী রাবী বলেছেন, আমি আলকমা বিন ওয়াইল বিন হুজর থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমার পিতা আমাকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে সাব্যস্ত হয়ে গেলো যে, আলকমা তার পিতা ওয়াইল বিন হুজর থেকে হাদীছ শুনেছেন। তাই শো'বার সনদের উপর যে অভিযোগ করা হয়েছিলো অর্থাৎ তিনি আমীনের হাদীছে আলকমাকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিয়ে এসেছেন, অথচ তিনি নিজ পিতা থেকে শ্রবণ করেননি। উক্ত অভিযোগটি উপরি-উক্ত বিবরণ দ্বারা সমূলে দূর হয়ে গেছে।

**আরেকটি অভিযোগঃ** প্রতিপক্ষ থেকে শো'বা রহ.এর আমীন চুপে চুপে বলার রেওয়ায়তের উপর আরেকটি অভিযোগ পেশ করা হয়েছে। তা হলো, ইমাম বাইহাকী রহ. শো'বার সনদে একটি হাদীছ রেওয়ায়ত করেছেন, যাতে আছে

رافعابها صوته

অর্থাৎ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীন বড় আওয়াজে বলেছেন।

**অভিযোগের উত্তরঃ** আল্লামা নিমভী রহ. তার লিখিত হাদীছের কিতাব আছারুস সুনানে অভিযোগের উত্তর দিয়েছেন এই ভাবে, ইমাম শো'বা রহ. থেকে উক্ত হাদীছ ডজনের অধিক বড় বড় হাফেযে হাদীছ ও ইমামে হাদীছ রেওয়ায়ত করেছেন। প্রত্যেকে রেওয়ায়তে আছে,

خفض بها صوته

অর্থাৎ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃদু আওয়াজে আমীন বলেছেন। একমাত্র ইমাম বাইহাকী রহ. শো'বা রহ. থেকে একজন রেওয়ায়তকারীর মাধ্যমে বড় আওয়াজের রেওয়ায়তটি নকল করেছেন। এটাকে মুহাদ্দিছীনের পরিভাষায় "শায" বলা হয়। অর্থাৎ যদি কোন বড় ইমামে হাদীছ থেকে অনেক মুহাদ্দিছ হাদীছ রেওয়ায়ত করেন তাদের থেকে সব মুহাদ্দিসের রেওয়ায়ত একপ্রকার; শুধু একজন শাগরিদের রেওয়ায়ত অন্যরকম হয় তবে তাকে হাদীছে শায বলা হয়। সকল বড় বড় শাগরিদের বিপরীতে ঐ একজনের রেওয়ায়ত গ্রহণযোগ্য নয়। তাই ইমাম বাইহাকীর রেওয়ায়তকৃত হাদীছটি গ্রহণযোগ্য নয়।(উপর্যুক্ত আলোচনার হাওয়ালা: দরসে তিরমিযী,এ'লাউস সুনান আমীন অধ্যায়)

## আমীন চুপে চুপে বলার দ্বিতীয় দলীল

হানফী ও মালেকী মাযহাবের পক্ষ থেকে আরেকটি ছহীহ হাদীছ পেশ করা হয়: হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে ছহীহ সনদে বর্ণিত, রাসূল কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইমাম যখন গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়া লায যাল্লীন বলেন তখন তোমরা আমীন বল। কেননা, তখন ফেরেশতাগণ আমীন বলেন এবং ইমামও আমীন বলেন। যাদের আমীন ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে তাদের পূর্বের গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে"। হাদীছটি ছহীহ সনদে রেওয়ায়ত করেছেন ইমাম আহমদ,ইমাম নাসাঈ ও দারমী রহ.প্রমুখ। তদ্রূপ রেওয়ায়ত করেছেন ইবনে হিব্বান তাঁর ছহীহ হাদীছের কিতাবে ( হাওয়ালা: আছারুস সুনান,খ:১, পৃ:১৯১; যাইলে'য়ী খ:১,পৃ:১৯৪; ই'লাউস সুনান খ:১,পৃ: ২৪৬)

উক্ত হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, ইমাম আমীন চুপে চুপে বলবেন। কারণ, ইমাম যদি আমীন প্রকাশ্যে বলে তাহলে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমামের পক্ষ থেকে এই খবর দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না যে, ফেরেশতাগণ আমীন বলবেন, ইমামও আমীন বলবেন, তাই তোমরাও আমীন বলবে। তাই ইমাম যখন আমীন চুপে চুপে বলবেন মুক্তাদীরাও আমীন চুপে চুপে বলবে।

## আমীন চুপে চুপে বলার তৃতীয় দলীল

জলীলুল কদর তাবে'ঈ হাসান বসরী রহ. থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে, ''একদা সামুরা বিন জুনদুব এবং ইমরান বিন হোসাইন রা. এর মধ্যে একটি হাদীছ আলোচনা হয়। তা হলো, সামুরা বিন জুনদুব রা. বলেছেন, তিনি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায থেকে দুটি 'সেকতা' তথা চুপ থাকা সংরক্ষণ করেছেন, প্রথম তাকবীরের পর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম কিছুক্ষণ চুপ থাকতেন। আর যখন গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালায যাল্লীন পড়তেন তখন কিছুক্ষণ চুপ থাকতেন। ইহা বলার পর ইমরান বিন হোসাইন তাঁর কথাটি গ্রহণ করতে আপত্তি জানিয়েছেন। অতঃপর উভয়জন মিলে জলীলুল কদর ছাহাবী উবাই বিন কা'আব রা. এর নিকট ব্যাপারটি লিখে পাঠালেন। প্রতিউত্তরে উবাই বিন কা'আব রা. লিখেছেন, সামুরা বিন জুনদুব রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায থেকে চুপ থাকাবিষয়ক যা

সংরক্ষণ করেছেন সেটাই হক ও সত্য। ইমাম আবুদাউদসহ অন্যান্য মুহাদ্দিছীনে কেরাম হাদীছটি ছহীহ সনদে নকল করেছেন।

(ই'লাউস সুনান, খ:২,পৃ:২৪৮)

উল্লিখিত হাদীছটি উক্ত কিতাবের ২৪৯ পৃষ্ঠাতেও হাসান বসরী রহ.এর সনদে সংক্ষেপে নকল করা হয়েছে। ঐ হাদীছে সামুরা বিন জুনদুবের নামায বর্ণনা করা হয়েছে যে,

سكت أيضا هنية

অর্থাৎ তিনি ওয়ালায যাল্লীন এর পরে অল্পকিছুক্ষণ চুপ ছিলেন।

উলামায়ে হানাফী ও উলামায়ে মালেকী বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়ালায যাল্লীন এর পর যে চুপ রয়েছেন তাতে মূলত চুপে চুপে আমীন বলেছেন। এ হাদীছ দ্বারাও আমীন চুপে চুপে বলা সাব্যস্ত হল।

## হাদীছটির উত্তর ও প্রতিউত্তর

উলামায়ে শাফেয়ীয়া ও হাম্বলিয়ার পক্ষ থেকে উক্ত হাদীছের দুই প্রকারের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

**তাদের প্রথম উত্তর:** রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্থিরভাবে শ্বাস নেওয়ার জন্য চুপ ছিলেন। আমীন চুপে চুপে বলার জন্য।

**প্রতি উত্তরে** হানফীদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, ওয়ালায যাল্লীন বলার পর শ্বাস নেয়ার জন্য কিছুক্ষণধরে চুপ থাকতে হয়না। শ্বাস নেয়ার জন্য যদি চুপ থাকতে হয় তাহলে প্রতিবার শ্বাস নেয়ার সময় একটি করে 'সেক্তা' হবে, তখন একটি নামাযের অনেকগুলো সেকতা হয়ে যাবে। অথচ পূর্বে উল্লিখিত হযরত সামুরা বিন জুনদুব রা. এর বর্ণনা মতে রাসূল সা. এর নামাযের মধ্যে মাত্র দুটি সেকতা ছিলো। তদুপরি শ্বাস নেয়ার জন্য যদি চুপ থাকে তাহলে ইমামের পূর্বে মুক্তাদিদের আমীন বলা হয়ে যাবে। কারণ, অনেক সহীহ হাদীছে মুক্তাদীদেরকে হুকুম করা হয়েছে যে, ইমামের ওয়ালায যাল্লীন বলার পর আমীন বলার জন্য। তাই ইমাম ওয়ালায যাল্লীন বলার পর যখন শ্বাস নেয়ার জন্য চুপ করে থাকবেন তখন মুক্তাদীরা আমীন বলে ফেলবেন। অতঃপর ইমাম সাহেব আমীন বলবেন। কেননা, ইমামকেও আমীন বলার জন্য হুকুম করা হয়েছে। সুতরাং এর দ্বারা ইমামের আগে মুক্তাদীর আমীন বলা হয়ে যাবে। অথচ অনেক ছহীহ হাদীছে মুক্তাদীদেরকে ইমামের আগে যে কোন কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই তাদের উল্লিখিত উত্তর সঠিক নয়। বরং তা হাস্যকর।

**তাদের দ্বিতীয় উত্তর** ঃ উক্ত হাদীছের ব্যাপারে তাঁরা দ্বিতীয় উত্তর এইভাবে দেয়ার চেষ্টা করেছেন যে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ''ওয়ালায যাল্লীন"এর পর চুপ ছিলেন মুক্তাদীরা সূরা ফাতিহা পড়ার জন্য।

**প্রতিউত্তরঃ** তাদের এই উত্তরও সঠিক নয়। কারণ, দ্বিতীয় হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, সামুরা বিন জুনদুব রা."ওয়ালায যাল্লীন" এর পর সামান্য সময় চুপ রয়েছেন। প্রথম হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, তিনি আমলটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল থেকে জেনে নিয়েছেন। তাই উভয় হাদীছ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রাসূল সা. ওয়ালায যাল্লিন এর পর সামান্য সময় চুপ থাকতেন। ঐসময় সূরা ফাতিহা শেষ পর্যন্ত পড়া কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। তদপুরী হানাফী মাযহাব মতে কোরআনে কারীম ও সহীহ হাদীছের আলোকে মুক্তাদীর জন্য সূরায়ে ফাতিহা পড়া মাকরুহে তাহরীমী। এই ব্যাপাওে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত দলীলসহ পৃথক কিতাব লিখা হবে।

মোদ্দাকথা, উক্ত হাদীছটি আমীন চুপে চুপে বলার ব্যাপারে ছহীহ ও সঠিক দলীল হিসেবে সাব্যস্ত হল।

## ইমাম বোখারী রহ. আমীন আওয়াজ করে বলার কোনো মারফু হাদীছ পেশ করতে পারেননি

ইমাম বুখারী রহ.আমীন বড় আওয়াজে পড়ার অধ্যায় কায়েম করেছেন ঠিকই কিন্তু কোনো স্পষ্ট মারফু ও ছহীহ হাদীছ পেশ করতে পারেননি। তিনি শুধু স্পষ্টভাবে ঐ অধ্যায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. আমল নকল করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. আমীন উচ্চৈঃস্বরে বলতেন। মুক্তাদীগণও আমীন উচ্চৈঃস্বরে বলতেন। কিন্তু অপরদিকে সহীহ সনদ দ্বারা উমর রা., আলী রা., আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা., প্রমুখ ছাহাবাগণের আমল নকল করা হয়েছে যে, তাঁরা সকলে আমীন চুপে চুপে বলতেন।( ই'লাউস সুনান, আমীন অধ্যায়)

## ছাহাবাদের মধ্যকার মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়ে খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলই অগ্রাধিকারযোগ্য

এরকমভাবে আরো বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে বিভিন্ন ছাহাবায়ে কেরামের আমীনের আমল চুপে চুপে ও উচ্চৈঃস্বরে নকল করা হয়েছে। এই বিষয়ে মুজতাহদীনে কেরাম ও মুহাদ্দিছীনে ইযামের স্বতঃসিদ্ধ উসূল হল, যে

মাসআলার ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরাম এর মাঝে পারস্পরিক মতানৈক্য থাকবে সে ব্যাপারে কোনো ছাহাবীর আমল উম্মতের জন্য দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে যেহেতু ইখতিলাফী মাসআলার ব্যাপারে খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুকরণ করার জন্য রাসূল সা. এর পক্ষ থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যে হাদীছটি বিভিন্ন সহীহ হাদীছের কিতাব থেকে মেশকাত শরীফের বাবুল ই'তেছাম বিস সুন্নাহর ১৯ নং পৃষ্ঠায় ছহীহ সনদে নকল করা হয়েছে। ঐ মর্মে খোলাফায়ে রাশেদীন উমর রা. ও আলী রা. এর তরীকা অর্থাৎ আমীন চুপে চুপে বলার অনুকরণ করা উচিৎ।

## উপর্যুক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ

প্রথমে বলা হয়েছে, আমীন বড় আওয়াজে কিংবা চুপে চুপে বলার ব্যাপারে ইখতিলাফটি বড় জটিল নয়। কারণ, আমীন নিরবে বলাও জায়েয; আওয়াজ করে বলাও জায়েয। তবে উত্তম কোনটা তা নিয়ে ছাহাবায়ে কেরাম ও মুজতাহিদীনে কেরাম ও ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। এই ব্যাপারে উভয় পক্ষ থেকে অনেক হাদীছ পেশ করা হয়েছে। কিন্তু প্রায় হাদীছ য'য়ীফ (দুর্বল)। আর কিছু হাদীছ ছহীহ কিন্তু অস্পষ্ট। উল্লিখিত তিরমিযী শরীফের হাদীছ স্পষ্ট ও ছহীহ। তবে তা দুই বিপরীতমুখি সনদে ও মতনে ইমাম তিরমিযী রহ.বর্ণনা করেন। শো'বা রহ.এর সনদে চুপে চুপে আমীন বলা আর সুফিয়ান রহ. এর সনদে আওয়াজ করে বলা। ইমাম তিরমিযী রহ. শো'বার সনদের উপর কালাম করে কয়েকটি অভিযোগ আরোপ করে সুফিয়ানের সনদকে প্রাধান্য দিয়েছেন। হানাফী ও মালেকীদের পক্ষ থেকে শো'বার সনদের উপর উত্থাপিত প্রত্যেক অভিযোগের যথাযথ উত্তর দেওয়া হয়েছে। তাই এখন শোবার সনদটি সহীহ ও স্পষ্ট সাব্যস্ত হয়ে গেল।

অপরদিকে পূর্ণ তথ্য-গবেষণা দ্বারা জানা যায় যে, হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ. যিনি আওয়াজ করে আমীন বলার হাদীছ বর্ণনা করেছেন তিনি নিজেই আমীন চুপে চুপে বলতেন। এই মর্মে তিরমিযীতে নকলকৃত হাদীছটি রাবীর আমল বিরোধী হয়ে যায়। তাই তাঁর পক্ষ থেকে তিরমিযী শরিফে বর্ণিত হাদীছের অর্থ এমনভাবে করতে হবে যাতে তাঁর আমল হাদীছের সাথে মিলে যায় এবং শোবা রহ.কর্তৃক বর্ণিত হাদীছের সাথেও মিলে যায়। সুফিয়ান রহ. কর্তৃক বর্ণিত হাদীছের শব্দ হলো, "মাদ্দা বিহা ছাওতাহু" এর অর্থ হলো, রাসূল সা. আমীন শব্দকে টেনে পড়েছেন। তার কিছু আওয়াজ পিছনের দুয়েকজন শুনেছেন।

তদুপরি ইমাম আবু হানীফা রহ. এর উসূল হলো, মতানৈক্যপূর্ণ শরী'আতের যে মাসাআলার ক্ষেত্রে উভয় দিকের ছহীহ হাদীছ সাব্যস্ত হয়, তিনি যে দিকের হাদীছ কোরআন শরীফের সাথে বেশী মিল থাকে সেদিকের হাদীছকে প্রাধান্য দিতেন। বুখারী শরীফের আমীন অধ্যায়ে আছে,

قال عطاء أمين دعاء

অর্থাৎ হযরত আতা রহ. বলেছেন, 'আমীন' হল দু'আ। ইমাম বুখারী রহ. এর উক্ত হাওয়ালা থেকে সাব্যস্ত হয়, আমীন একটি দু'আ। কিতাবের খুতবাতে লিখিত আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ''তোমরা তোমাদের প্রভূর নিকট অত্যন্ত অনুনয়-বিনয়ের মাধ্যমে চুপে চুপে দু'আ কর। তার সাথে সাথে দু'টি ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহর নিকট উত্তম দু'আ হলো, যা চুপে চুপে করা হয়। তাই উক্ত আয়াতে কারীমা ও ছহীহ হাদীছের উপর আমল করার জন্য আমীনকে চুপে চুপে বলাই উত্তম হবে।

## আওয়াজ করে আমীন বলার হাদীছগুলোর ব্যাখ্যা

যেসব হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আওয়াজ করে আমীন বলেছেন, সেগুলোর ব্যাপারে হানাফী ও মালেকী ফুকহায়ে কেরাম এই ভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, এইটা অন্যদেরকে তা'লীম দেয়ার জন্য যে, এখানে আমীন বলা সুন্নত। এইজন্য রাসূল সা. মাঝে মাঝে আমীন উচু আওয়াজে বলতেন। উক্ত ব্যাখ্যা অন্য একটি হাদীছের সাথে মিল রয়েছে যা ই'লাউস সুনানে বর্ণিত "একদা রাসূল সা. যখন নামায থেকে অবসর হলেন তখন তাঁর চেহারা মোবারকের ডানপাশ ও বামপাশ দেখেছি। রাসূল সা. "গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালায যাল্লীন'' পড়েছেন তখন আমীনকে টেনে একটু আওয়াজ করে পড়েছেন। আমি ধারণা করছি এই আওয়াজটা তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে করেছেন।" (ই'লাউস সুনান খ:৩, পৃ: ২৫২) উক্ত হাদীছটি হাকেম ছহীহ বলেছেন। কিন্তু অনেক মুহাদ্দিছীনে কেরাম য'য়ীফ দুর্বল বলেছেন। উক্ত হাদীছ য'য়ীফ হলেও দুই পারস্পরিক সাংঘর্ষিক ছহীহ হাদীছের মাঝে তাতবীক তথা সমন্বয়সাধন ও মিলদেয়ার জন্য যথেষ্ট। কারণ, সাংঘর্ষিক দুই সহীহ হাদীছের মধ্যে সবার মতে কিয়াস দ্বারা সমন্বয়সাধন করা জায়েয। তাই যয়ীফ হাদীছ দ্বারা সমন্বয়সাধন করা আরো উত্তমরূপে জায়েয হবে।

## উপর্যুক্ত ব্যাখ্যার সমর্থনে আরেকটি দলীল

বোখারী শরীফের কিতাবুস সালাত, কেরাআতুয যোহর; ১ম খ. ১০৫ পৃষ্ঠাতে আছে, يسمع الأية أحيانا

অর্থাৎ রাসূল সা. যোহরের নামাযে যেখানে কেরআত চুপে চুপে পড়া ওয়াজিব। তিনি কখনো কখনো যোহরের নামাযে কোন্ সূরা পড়ছেন তা জানিয়ে দেয়ার জন্য দু'চার শব্দ আওয়াজ করে পড়তেন।

তদ্রূপ কেরাতুল আছর নামক অধ্যায়েও আছে, রাসূল সা. আছরের নামাযে কোন্ সূরা পড়ছেন তা জানানোর জন্য কখনো কখনো দুই-চার শব্দ আওয়াজ করে পড়তেন।

রাসূল সা. এর এই ধরণের আমলের উপর কিয়াস করে হানাফী ফুকহায়ে কেরাম বলেন, যেভাবে যোহর ও আছরের মূল হুকুম হল, কেরাত চুপে চুপে পড়া, তারপরেও রাসূল সা. যোহর ও আছরের নামাযে কোন্ ধরণের সূরা পড়তেন তা জানিয়ে দেয়ার জন্য দু' চার শব্দ আওয়াজ করে পড়তেন। তদ্রূপ কোরআনের আয়াত ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে যে, দু'আ চুপে চুপে করা উত্তম; আমীনও একটি দু'আ তাই আমীনও চুপে চুপে বলা উত্তম। তারপরেও রাসূল সা. সূরা ফাতিহার পর আমীন পড়া যে, সুন্নাত তা শিক্ষা দেয়ার জন্য তিনি মাঝে মাঝে আমীন উচ্চ আওয়াজে পড়তেন। এইভাবে উভয় প্রকারের হাদীছের মধ্যে সমন্বয়সাধনের পর আর কোন বৈপরিত্য থাকে না।

## 'আমীন' বড় আওয়াজে বলার জন্য বাড়াবাড়ি শরী'আতের সীমালঙ্ঘন

উপরের বিশদ আলোচনা দ্বারা এই কথা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, আমীন চুপে চুপে বলাও জায়েয এবং উচ্চৈঃস্বরে বলাও জায়েয। তবে উত্তম হল চুপে চুপে বলা। ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে ১২৪৬ হি.পর্যন্ত মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও উম্মতের মধ্যে এই নিয়ে কোনো ধরণের উচ্চবাচ্য, ঝগড়া ও দ্বন্দ্ব ছিলো না। তারপর আব্দুল হক বেনারসী নামক এক শিয়া ও রাফেযী ব্যক্তি গাইরে মুকাল্লাদিয়তের ফিৎনা আরম্ভ করে। তার মতের উপর ইমামদের তাকলীদ নাকরার জন্য একটা দল গঠন করে। তার কিছুদিন পর তাদের দলীয় প্রভাব খাটানোর জন্য আমীন উচ্চৈঃস্বরে পড়াকে নিজেদের উপর ওয়াজিব করে নেয় এবং অন্যদেরকে আমীন জোরে বলার জন্য এবং নিজেদের দলে ভিড়ানোর

জন্য নানান প্রকারের কূটকৌশল গ্রহণ করে। অথচ শরী'আতের সর্বসম্মত বিধান হচ্ছে, জায়েয কিংবা মুস্তাহাব নিয়ে বাড়াবাড়ি করা এবং তার উপর জোর খাটানো সীমালঙ্ঘন ও বিদ'আত।

বুখারী শরীফ কিতাবুস সালাতের 'আল ইনফিতাল ওয়াল ইনছিরাফ আনিল ইয়ামিন ওয়াশ শিমাল' নামক অধ্যায়, ১৮ পৃষ্ঠাতে ইমাম বুখারী রহ. প্রথমে তা'লীক হিসেবে অর্থাৎ সনদ বর্ণনাছাড়া আনাস রা. এর আমল নকল করেছেন। তিনি বলেছেন, নামায শেষ করার পরে কোন কোন সময় ডান দিকে ফিরতেন, আর কোন কোন সময় বাম দিকে ফিরতেন এবং যারা সর্বদা ডানদিকে ফিরাকে জরুরী মনে করতেন, তিনি তাদের উক্ত কর্মকে অপরাধ হিসেবে মনে করতেন। তারপরের হাদীছে সনদের মাধ্যমে ইমাম বুখারী রহ.আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.এর বাণী নকল করেছেন। তিনি বলেছেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি নামাযের কোন অংশে শয়তানকে অংশ নিতে সুযোগ করে দিবেনা। তার তাফসীল হল, নামাযের পর কোন ব্যক্তি ডানদিকে ফিরাকে জরুরী মনে করবে না। কারণ, আমি রাসূল সা. কে অনেক সময় বাম পাশ দিয়েও মুসল্লীদের দিকে ফিরে বসতে দেখেছি।

উক্ত হাদীছদ্বয়ের ব্যাখ্যা হল, শরী'আতে যে কাজের দু'দিক থেকে উভয় দিকের আমলকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে অর্থাৎ দুই দিকের প্রত্যেক দিক জায়েয বলে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে । যদি কোন ব্যক্তি দুদিকের যে কোন একদিককে নিজের জন্য জরুরী মনে করে এবং উম্মতের জন্য জরুরী হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে তা হবে শরী'আতের সীমালঙ্ঘন ও মনপূজা; আল্লাহ পূজা নয়। আর তা হবে বিদআতে সাইয়্যিআহ।

পাঠকবৃন্দ ! উপরের আলোচনা দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছেন যে, আমীন আওয়াজ করে বলা ও চুপে চুপে বলা উভয়ই জায়েয। তবে চুপে চুপে বলা উত্তম। কিন্তু তথাকথিত আহলে হাদীছ ও গাইরে মুকাল্লিদরা আমীন আওয়াজ করে বলাকে নিজেদের জন্য জরুরী করে নিয়েছেন এবং উম্মতের উপর জরুরী হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার হীন চেষ্টা করছে। বোখারী শরীফের উল্লিখিত হাদীছদ্বয়ের আলোকে বুঝা যায় যে, তাদের উক্ত কাজ শরী'আতের সীমালঙ্ঘন, মনপূজা ও বিদ'আত ছাড়া আর কিছুই না।

## বর্তমানে আমীন তিনপ্রকার

রাসূল সা. এর থেকে যে আমীন বর্ণিত আছে তা দুপ্রকারের কিন্তু এখন সচরাচর তিন প্রকারের আমীন দেখা যায় যথা:

১. আমীন বিল জাহরি অর্থাৎ আওয়াজ করে আমীন বলা।
২. আমীন বিস সির অর্থাৎ চুপে চুপে আমীন বলা।
৩. আমীন বিশ শর অর্থাৎ দলীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বড় আওয়াজে আমীন বলা, যেখানে উল্লিখিত কোরআন-হাদীছ মোতাবেক চুপে চুপে আমীন বলার আমল চালু আছে সেখানে বড় আওয়াজে আমীন বলার সিস্টেম চালু করার জন্য চেষ্টা করা, আমীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করা, ফিৎনা করা ।

আমাদের দেশের মুসলমানগণ হানাফী মাযহাবের অনুসারী তাই তারা আমীন চুপে চুপে বলে আসছেন। আর কোরআন ও হাদীছ অনুযায়ী তা উত্তমও বটে। কিন্তু এখন মাঝে মধ্যে কোন কোন মাসজিদে দেখা যায়, হাতে গুনা দুই চারজন ব্যক্তি খুব উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলে যা 'আমীন বিশ শর'এর অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ ফেৎনার আমীন। আর এই আমীন বলনেওয়ালা হল মুসলমানদের ঐক্যের মাঝে ফাটল সৃষ্টিকারী গাইরে মুকাল্লিদ ও বিদ'আতী।

মুসলমান ভাইদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান হলো, আপনারা তাদেরকে এই ফেৎনা করার সুযোগ দিবেন না। কারণ, তাদের এই ফিৎনা হল কোরআন-হাদীছ ও ইজমা বিরোধী।

আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলমানদেরকে শরী'আতের প্রত্যেক মাসআলা ছহীহ শুদ্ধভাবে বুঝার এবং আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন ! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

# সমাপ্ত

# হাকীমুল ওলামা ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর
# পরিচিতি

আল্লাহ তা'আলার একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম। বর্তমানে চলছে ইসলাম ও মুসলমানদের বড়ই দুর্দিন। মুসলিম উম্মাহ আজ বহুমুখী ষড়যন্ত্রের শিকার। ইসলাম ও মুসলমানদের যারা দুশমন, তারাতো সর্বক্ষণ চাচ্ছে মুসলমাদের নিঃশেষ করে দিতে। আবার মুসলমানদের মাঝে অনেক বাতেল মত ও পথের অনুসারী দল রয়েছে, যারা প্রতিনিয়ত হকপন্থীদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে যাচ্ছে। তাছাড়া মুসলমানদের চরিত্রে ও নৈতিকতায় নেমে এসেছে চরম অবক্ষয়।

আজ বড়ই প্রয়োজন হক্বপন্থীদের হক্বের দা'ওয়াত নিয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের। প্রয়োজন 'এসলাহে নফস' তথা আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে মুসলমানদের চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, ইসলামবিরোধীরা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরোধিতায় যে পরিমাণ শ্রম দিচ্ছে, আমরা হক্বপন্থীরা যদি তার অর্ধেক শ্রমও দিতাম তাহলে বর্তমানে মুসলমানদের এই দুরবস্থা হতো না।

একথা অনস্বীকার্য যে, একা কারো পক্ষে দ্বীনের ব্যাপক খেদমত আঞ্জাম দেয়া সম্ভব নয়। ব্যাপক খিদমতের জন্য প্রয়োজন মুখলিস ও সঙ্ঘবদ্ধ একটি জামাতের। মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

**يد الله على الجماعة**

অর্থাৎ, 'দলের উপর আল্লাহর সাহায্য থাকে।'

রাহবারে শরী'আত ও তরীক্বত, জামি'আ ইসলামিয়া সোলতানিয়া লালপোল ফেনী-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও শাইখুল হাদীছ, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফতী, পীরে কামেল, হাকীমুল ওলামা, কুতুবে আলম আল্লামা মুফতী ছাঈদ আহমদ (দা.বা.)-এর খোলাফা, মুরীদান, ছাত্র ও মুহিব্বীনের রয়েছে এক বিশাল জামাত। যাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দ্বীনের বিশাল খেদমত আঞ্জাম দেয়া সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন একটি ঐক্যবদ্ধ প্লাটফরমের। সঙ্গে প্রয়োজন সুচিন্তিত কর্মসূচি, নিঃস্বার্থ দ্বীন প্রচারের স্পৃহা, উদ্যম ও তৎপরতা।

উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করে দ্বীনের ব্যাপক খেদমত আঞ্জাম দেয়ার লক্ষ্যে বিগত ২/৫/১৪৩৩ হি. মোতাবেক ২৬/৩/২০১২ ইং তারিখে জামি'আ ইসলামিয়া সোলতানিয়া লালপোল ফেনী-এর আসাতেযায়ে কেরামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে হযরত মুফতী সাহেব হুযুরের উপাধি মোতাবেক **"হাকীমুল ওলামা ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ"** নামে একটি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উল্লেখ্য, **''হাকীমুল ওলামা ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ''** কোন নির্দিষ্ট জামাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা ঐ সমস্ত মুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত যারা ইসলামকে মনেপ্রাণে ভালবাসেন, যারা ইসলামের বহুল প্রচার-প্রসার কামনা করেন, যারা ইসলাম ও মুসলমানদের খেদমত করে নিজেকে ধন্য করতে চান, যারা আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত হতে চান, তাছাড়া প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয়গ্রহণকারী নবমুসলিমদের সাহায্য ও পুনর্বাসন করে যারা মদীনার আনছারদের ভূমিকা পালন করে ধন্য হতে চান- ঐসমস্ত মুসলমানদের এই ফাউন্ডেশন। সকল খোদাপ্রেমিক দ্বীনদরদী মুসলমানদেরকে আহ্বান করা হচ্ছে এই ফাউন্ডেশনের সদস্য হতে এবং নিম্নোক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নে সাদাকায়ে জারিয়ার নিয়তে এককালীন ও মাসিক অনুদান প্রদান করতে।

আল্লাহ তা'আলা সবাইকে তাঁর দ্বীনের ব্যাপক খেদমতে শরীক হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

## হাকীমুল ওলামা ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ - এর
## কর্মসূচীসমূহ

১. হযরতজীর লিখিত বই-পুস্তক, ফতওয়া ও বয়ান বই আকারে প্রকাশ করা।
২. সর্বস্তরের মুসলমানদের হেদায়াত ও ইসলাহে নফস তথা আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাহী মাহ্ফিলের আয়োজন করা।
৩. যুগোপযোগী যে কোন বই ও দ্বীনি দা'ওয়াতি লিফলেট প্রচার করা।
৪. সাময়িক/ দ্বি-মাসিক/ মাসিক দ্বীনি ম্যাগাজিন প্রকাশ করা।
৫. বয়স্কদের কোরআন শিক্ষা দেয়া, নামায শুদ্ধ করা ও জরুরী মাসআলা মাসায়েল শিখানো।
৬. বিভিন্ন স্থানে কোরআনী মক্তব চালু করা।
৭. অসহায় এতিম, গরীব, দুঃখী ও নব মুসলিমদের সাহায্য ও পুনর্বাসন করা।
৮. হাকীমুল ওলামা ফাউন্ডেশনের অধীনে বিভিন্ন স্থানে **'সাঈদিয়া পাঠাগার'** প্রতিষ্ঠা করা

## হযরত মুফতী সাহেব দা.বা. এর আরো কিছু মূল্যবান বই

- মাযহাব মানা ওয়াজিব কেন?
- রূহের খোরাক
- ইসলামের দৃষ্টিতে দাড়ি
- যিকরে জলি ও খফি
- ইছলাহী বয়ান
- ওহাবী কে? সুন্নী কে?
- ইসলামের দৃষ্টিতে শবিনা খতম ও মাথা কামানো

হাকীমুল ওলামা ফাউন্ডেশনের সদস্য হয়ে ইসলামের ব্যাপক খিদমত ও আর্তমানবতার সেবায় এগিয়ে আসুন

যোগাযোগ : ০১৭১২-২৩২১৯৫, ০১৮১১-৩১৩২৫১, ০১৮১৬-০৩২৪২০